৮৮
ডিসেম্বর, ২০২৫

রোজকার অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

এবার শীতে চারচাকায় চারদিক

সঙ্গে
শীতের
মরশুমে অন্যরকম
নৈশভোজ

Read at: www.rojkarananya.com

সম্পাদকীয়

আরও একটি বছরের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে ‘রোজকার অনন্যা’র এই বিশেষ ভ্রমণ সংখ্যা। সময়টা হিসেব কষার, পিছনে ফিরে তাকানোর, আবার আগামীর নতুন পথচলার, স্বপ্ন বোনার। এই এক বছরে কত গল্প, কত অনুভূতি, কত পথচলা জমে উঠেছে আমাদের প্রতিটি সংখ্যার পাতায় পাতায়। কখনও চেনা রাস্তা ছেড়ে অচেনা গন্তব্যের ডাক, কখনও চারচাকার জানালা দিয়ে দেখা শীতের সকালের মেঘ-রোদ্দুর, কখনও অফবিট গ্রামের নিঃশব্দ সৌন্দর্য, আবার কখনও শীতের রাতে ডাইনিং টেবিল ঘিরে জমে ওঠা নৈশভোজের আপ্যায়ন, সব মিলিয়েই তো আমাদের রোজকার জীবন। সেই জীবনকেই বরাবর ছুঁয়ে থাকতে চেয়েছে ‘রোজকার অনন্যা’।

এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্বল আপনারা অর্থাৎ সকল পাঠক-পাঠিকারা। আপনাদের ভালোবাসা, প্রতীক্ষা আর বিশ্বাস ছাড়া ‘অনন্যা’র এই পথচলা অসম্ভব ছিল। প্রতিটি লেখা পাঠ, প্রতিটি সংখ্যার জন্য অপেক্ষা, মূল্যবান মতামত, প্রশংসা আমাদের নতুন নতুন সংখ্যা প্রকাশের সাহস জুগিয়েছে। প্রতিবারই আমরা সাহস পেয়েছি আরও নতুন ভালো কিছু করার। সমান কৃতজ্ঞতা আমাদের বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতিও। আপনাদের সহযোগিতা ও আস্থায় ‘রোজকার অনন্যা’ হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ। আপনাদের এই পাশে দাঁড়ানো আমাদের ভাবনাকে ডানা দিয়েছে, আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে, এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, করছেও।

বছরের শেষ সংখ্যায় পৌঁছে আমরা শুধু ধন্যবাদই জানাতে চাই না, দিতে চাই কৃতজ্ঞতার উষ্ণ আলিঙ্গনও। পুরনো বছরের স্মৃতিকে আগলে রেখে, নতুন বছরের আলোয় আরও নতুন গল্প, আরও নতুন অনুভূতি, আরও নতুন পথচলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবার দেখা হবে। ততদিন পর্যন্ত ‘রোজকার অনন্যা’ থাকুক আপনাদের রোজকার জীবনেরই এক নিত্য সঙ্গী হয়ে। সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন। নতুন বছর ২০২৬-এর অগ্রিম শুভেচ্ছা রইলো সকলের জন্য। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

ধন্যবাদান্তে

দেবাশ্রী মুখোপাধ্যায়

রোজকার অনন্যা পরিবার

সম্পাদক

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ

সম্পাদকীয় প্রধান
কমলেন্দু সরকার

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুস্মিতা মিত্র

সাহিত্য
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদন
তৃষা নন্দী

স্বাস্থ্য
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্যাশন এবং অন্দরসজ্জা
এলিজা

গ্রাফিক্স ও অলংকরণ
সৌরভ ঘোষ

ডিজিটাল হেড
সন্দীপ জানা

বিজ্ঞাপন বিভাগীয় প্রধান
অভিষেক কর্মকার

একটি
দেবী প্রণাম
প্রকাশনা

যোগাযোগ

সম্পাদকীয় বিভাগ: [illegible] (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)

বিজ্ঞাপন বিভাগ: [illegible] (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)

EMAIL: rojkaranonya@gmail.com

দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অয়ন ঘোষ ও সুতপা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত

RNI: WBBIL/2016/64960

স্বত্বাধিকারী: অয়ন ঘোষ ও সুতপা ঘোষ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
Protect your skin
Naturally this Season
COCONUT OIL
COCONUT OIL

সূচীপত্র

রোজকার অনন্যা

ডিসেম্বর ২০২৫

এবার শীতে চারচাকায় চারদিক সঙ্গে ট্রেনে-বাসে কাছেপিঠে
জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় ৭

অফবিট উত্তরবঙ্গ: মেঘের আলিঙ্গনে লুকানো তিনটি গ্রাম
জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় ২৫

চেনার বাইরে অজানা কোথাও
কমলেন্দু সরকার ৩৬

শীতের মরশুমে অন্যরকম নৈশভোজ
মৌমিতা মুখার্জি ৬২

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Wrap Yourself in Timeless Warmth
Discover Mrignayani's exclusive winter collection — Handwoven Shawls, Cozy Woollens and Heritage Weaves from the Heart of Bharat. Experience the artistry of tradition crafted for the modern season.
20% OFF
HANDLOOM • HANDICRAFTS
M.P. GOVT. EMPORIUM
Mrignayani®
Dakshinapan, Dhakuria Tel.: 24236715
Avanti
Uttarapan, Ultadanga Tel.: 23550666
Video Call 7439612704
mrignayanikolkata
www.mrignayanikolkata.com

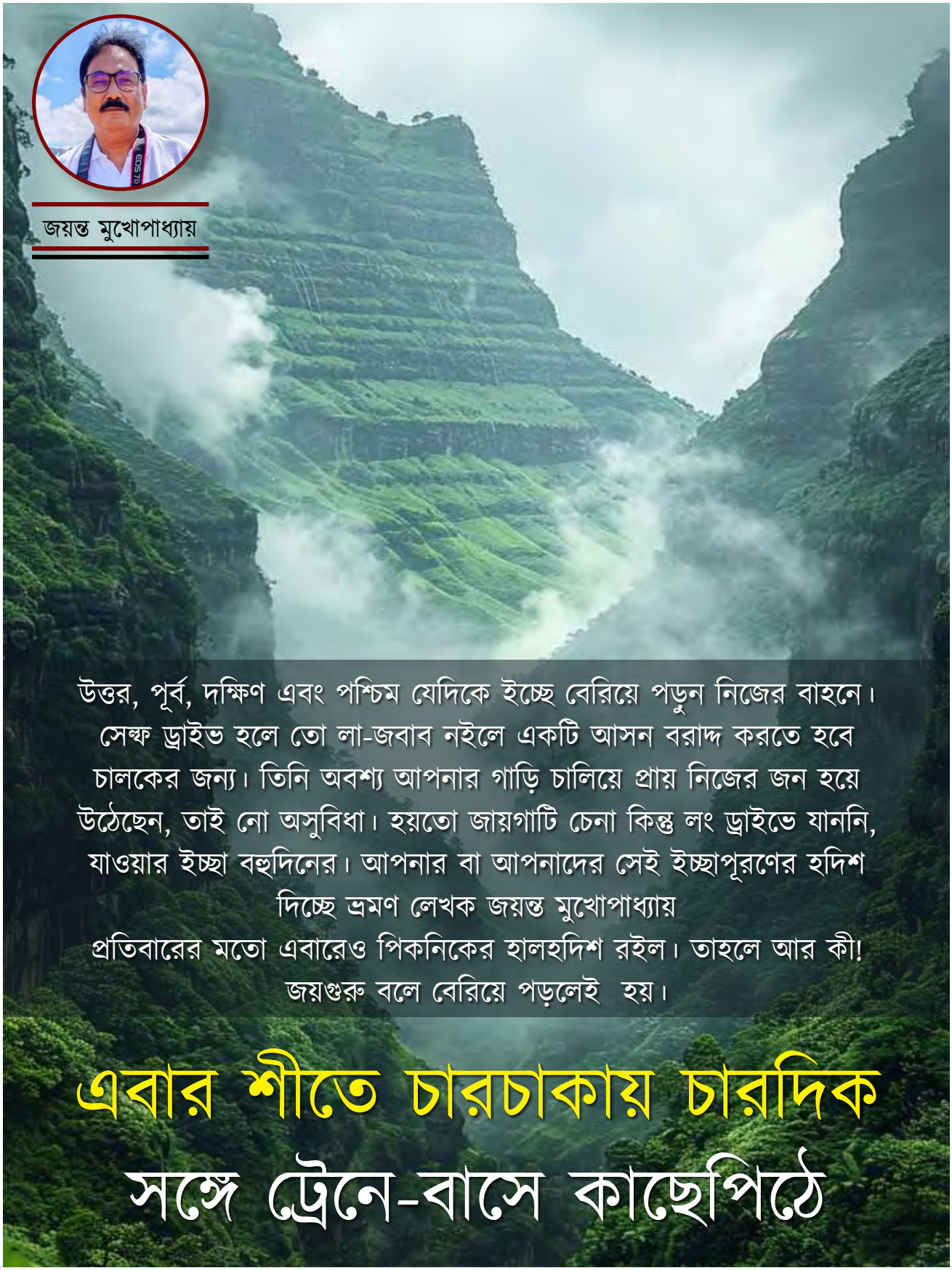

জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম যেদিকে ইচ্ছে বেরিয়ে পড়ুন নিজের বাহনে। সেল্ফ ড্রাইভ হলে তো লা-জবাব নইলে একটি আসন বরাদ্দ করতে হবে চালকের জন্য। তিনি অবশ্য আপনার গাড়ি চালিয়ে প্রায় নিজের জন হয়ে উঠেছেন, তাই নো অসুবিধা। হয়তো জায়গাটি চেনা কিন্তু লং ড্রাইভে যাননি, যাওয়ার ইচ্ছা বহুদিনের। আপনার বা আপনাদের সেই ইচ্ছাপূরণের হদিশ দিচ্ছে ভ্রমণ লেখক জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

প্রতিবারের মতো এবারেও পিকনিকের হালহদিশ রইল। তাহলে আর কী! জয়গুরু বলে বেরিয়ে পড়লেই হয়।

এবার শীতে চারচাকায় চারদিক সঙ্গে ট্রেনে-বাসে কাছেপিঠে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আদি রেডিমেড সেন্টার প্রাঃ লিঃ

সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন

স্টেশন রোড, সোদপুর ▪ 2583-6149 / 8240496311

E-mail : adircpl@gmail.com

For Online Shopping

CALL US AT
9830117563 | 7003384398

VISIT AT
www.adireadymadecentre.net

FOLLOW US ON

এবার আর ট্রেনের টিকিট কাটার ঝামেলায় থাকলাম না। নিজের বাহনে নিজে চালকের আসনে সপরিবারে উধাও হলাম চেনা-অচেনার অন্দরমহলে। কোথায়? একটু সবুর করুন, বলছি সবিস্তারে। সেলফ ড্রাইভে ওড়িশা, অন্ধ্র ও ছত্তিশগড়ের অন্দরে...।

কোনও এক আট অক্টোবর, সেদিন ছিল পঞ্চমীর সন্ধ্যা। উত্তরপাড়া থেকে সপরিবারে গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম লং ড্রাইভে। ধুলাগড় টোলপ্লাজা পেরিয়ে চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি যখন পার্ক করলাম যখন ঘড়িতে তখন ঠিক রাত আটটা। সামসুল গাড়ি নিয়ে আগেই এসে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অরুণাংশু আর অমিতের গাড়িও এসে গেল। ছোট্ট একটা টি-ব্রেক নিয়ে আমাদের কার ওনার্স ক্লাব, বেঙ্গলের চারটে গাড়ি ছুটল ছ'নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে। আগামী দশ দিনে আমাদের গন্তব্য বারকুল, অরাকু, দেওমালি, কোরাপুট, চিত্রকুট হয়ে মেইনপাট।

মাঝেমধ্যে কিছু ডাইভার্সন থাকলেও রাস্তা মোটের ওপর ভালই। ভুবনেশ্বর পেরিয়ে বারকুলের পথে খানিকটা এগিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে তিন কিলোমিটার গিয়ে পৌঁছে গেলাম তাপাং গ্রিন লেক। জায়গার তুলনায় নামটা যে একটু বেশি ভারী তা ছবি দেখলে বোঝা যাবে না! এটা মূলত একটা খাদান। বড় বড় পাথরে ঘেরা ছোট্ট একটা পুকুর। লেখা আছে রেস্ট্রিকটেড এরিয়া। এক নজরে ভালই লাগে। তাপাংয়ের ছবি তুলে আবার রওনা দিলাম বারকুলের দিকে।

সকাল আটটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম বারকুলের চিলিকা হেরিটেজ রিসর্ট-এর গেটে। অনলাইন বুকিংয়ের ক্ষেত্রে এখানে চেক ইন দুপুর ১২টা। ঘর খালি থাকায় ম্যানেজারবাবু

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বড়বাজারঃ 70, পন্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট - ফোন - 7044092000 • 208, এম.জি. রোড - ফোনঃ 8420070959
গড়িয়াহাটঃ ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে – ফোন - 7044088408, বেহালাঃ 363, ডায়মন্ড হারবার রোড, ১৪ নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে, ফোনঃ 8981006500
কাঁচড়াপাড়াঃ বাগ মোড়, হালিশহর – ফোন - 7044062000, বারাসাতঃ হরিতলা মোড় - ফোনঃ 7044050137
বর্ধমানঃ মিউনিসিপ্যাল বয়েজস্কুলের পাশে - ফোন - 8101707778, কৃষ্ণনগরঃ কোতোয়ালী থানার বিপরীতে – ফোনঃ 8373052387
তমলুকঃ পদুমবসান, IDBI ব্যাঙ্কের বিপরীতে - ফোন - 9547373451
মেদিনীপুর টাউনঃ বড়বাজার চক, বিজয় কৃষ্ণ কালী এ্যান্ড সন্স জুয়েলার্স–এর পাশে, ফোন - 81700 11506
কাঁথিঃ রূপশ্রী বাইপাস, বি. সরকার জহুরীর পাশে, ফোন - 9046931513
Shop Now : www.priyagopalbishoyi.com

আমাদের অনুরোধে চেক ইন করতে দিলেন। রিসর্টটা বেশ বড়। ভিতরে বিশাল কার পার্কিং। ঘরগুলোও বেশ বড়। খাওয়ার জন্য ক্যান্টিন আছে। এখানেই লাঞ্চ অর্ডার করে দিলাম। খাবার ঘরেই দিয়ে গেল। ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করে ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে বিকালে সদলবলে বেরিয়ে পড়লাম।

অদূরেই চিলিকা হ্রদের ধারে ওডিশা টুরিজমের পান্থনিবাস। তার ভিতর দিয়েই চিলিকার ধারে জেটিঘাটে যাওয়ার রাস্তা। এখান থেকেই সরকার ও বেসরকারি ব্যবস্থায় বোটিংয়ের ব্যবস্থা আছে। পাহাড়ে ঘেরা বারকুল। চিলিকার অপার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে জেটিঘাটেই আড্ডা জমে উঠল আমাদের। একসময় সন্ধ্যা নামল চিলিকার বুকে। অস্তমিত সূর্যের কনে দেখা আলোয় অপরূপা চিলিকাকে প্রত্যক্ষ করে ফিরে এলাম রিসর্টে।

১০ তারিখ সকাল। রওনা দিতে আটটা বাজল। এবার গন্তব্য টায়ডা জাঙ্গল বেলস। অন্ধ্রপ্রদেশ টুরিজমের উডেন কটেজ বুক করা আছে। সুন্দর মসৃণ রাস্তা। যতই এগিয়েছি প্রকৃতি ততই তার সৌন্দর্যকে মেলে ধরেছে। গুগলবাবুর নির্দেশ মেনে ৩৩৯ কিলোমিটার রাস্তা পার করে দুপুর দুটো বাজল টায়ডা পৌছতে।

দারুণ লোকেশন! চারদিকে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলে রয়েছে নানারকম পাখি আর জন্তু জানোয়ার। উল্লেখ্য হল বাঁদরের দাদাগিরি। দরজা খোলা থাকলেই গদাইলস্করি চালে ঘরে ঢুকতে চায়। তাই প্রতিমুহূর্তে বেশ সাবধান থাকতে হয়।

একটু ফ্রেশ হয়ে কিছুক্ষণ পরই বেরিয়ে পড়লাম বোরা গুহার উদ্দেশে। দূরত্ব ১৪ কিলোমিটার। পাহাড়ি পথ। কাছাকাছি গিয়ে দেখি লম্বা জ্যাম। বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে রাস্তার একধারে গাড়ি পার্ক করা গেল।

গুহায় প্রবেশ মূল্য ৫০ টাকা আর ক্যামেরার জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা। গুহা মুখে এসে দেখি গিজগিযে ভিড় ভ্রমণপ্রেমীদের। প্রকৃতির অনন্য সৃষ্টি ভারতের দীর্ঘতম গুহা বোরা গুহালু। ৩০০ মিটার চওড়া এবং ৪০ মিটার গভীর। ১১৮টা ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। ব্রিটিশ জিওলজিস্ট

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

DISCOVER OUR
EXCLUSIVE JAMDANI
KURTI SETS
ONLY AT
WWW.8POURE.IN
WWW. 8POURE .IN
INDIA'S FIRST ONLINE SAREE STORE'S SIGNATURE OUTLET
HELPLINE : 9830906302 / 9830424928 WHATSAPP : 9674678024
P8 TAGORE PARK, R.N TAGORE ROAD, KOLKATA 700056 (NEAR BARANAGAR METRO)
/POURE8
/8POURE
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

উইলিয়াম কিং ১৮০৭-এ এই গুহা আবিষ্কার করেন। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে গুহার দেওয়ালে সঞ্চিত স্টালাগটাইট আর স্ট্যালাগমাইট থেকে প্রকৃতির খেয়ালে সৃষ্টি হয়েছে নানা দেবদেবী আর জন্তু-জানোয়ারের প্রতিকৃতি। সত্যিই এ যেন প্রকৃতির এক অপার বিস্ময়!

গুহা থেকে বেরিয়ে গাড়ির কাছে হাঁটতে থাকি। দুপাশে সারি সারি দোকান আর অতি সাধারণ ঝুপড়ি রেস্তরাঁ। সেখান থেকে বিখ্যাত বাম্বু চিকেনের ঘ্রাণ আসছে নাকে। ঢুকে পড়লাম একটা ঝুপড়িতে। মোটা ফাঁপা বাঁশের মধ্যে তৈরি হচ্ছে বিরিয়ানি আর চিকেন। বিরিয়ানির দাম ৬০০ আর ৫০০ গ্রাম চিকেন ৩০০ টাকা। খুব যত্ন করে খেতে দিল। ৯০০ টাকায় যে পরিমাণ চিকেন আর বিরিয়ানি দিল তা তিনজনে শেষ করতে পারলাম না। এক অনন্য অনুভুতি নিয়ে আরণ্যক পাহাড়ি পথে নেমে এলাম টায়ডা কটেজে।

পরদিন সকাল। ১১ অক্টোবর। রওনা হতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল। গন্তব্য অরাকু কফি মিউজিয়াম। দূরত্ব ৩৮ কিলোমিটার। যত এগোচ্ছি প্রকৃতিও নিজেকে উজাড় করে মেলে ধরছে। তার ডাকে সাড়া দিয়েই দু'তিন বার গাড়ি থামালাম। কফি মিউজিয়াম পৌছালাম ১১টা নাগাদ। ২০ টাকা প্রবেশ মূল্য। নানা রকমের কফি আর চকোলেট, রান্নার মশলা আর গয়নার বিপণন কেন্দ্র। কফি খেয়ে কফি আর চকোলেট কিনে বেরিয়ে এলাম। অদূরেই ট্রাইবাল মিউজিয়াম। এখানেই গাড়ি রেখে হাঁটতে হাঁটতে মিউজিয়াম চত্বরে ঢুকে পড়লাম। টিকিট মূল্য ৫০ টাকা। অনেকটা জায়গা জুড়ে পরপর ছোট-বড় আদিবাসী ঘরবাড়ি। দেওয়ালে বিচিত্র পেইন্টিং। ভিতরে গোন্দ, বোন্দা, মারিস, মুরিয়া প্রভৃতি উপজাতিভুক্ত আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, জীবনযাপন প্রণালী ও সংস্কৃতির অনবদ্য রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বেশ ভালই লাগল।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। এবার গন্তব্য ওড়িশার সর্ব্বোচ্চ পাহাড় দেওমালি। ততক্ষণে অরুণাংশু,অমিত, সামসুলরা একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে বিরিয়ানির অর্ডার দিয়েছে। দেওমালিল এখনও প্রায় ৮০ কিলোমিটার রাস্তা। লাঞ্চ করে রওনা হলে দেওমালি পৌঁছতে খুব দেরি হয়ে যাবে। তাই ঠিক করলাম সঙ্গে থাকা খাবার দিয়ে গাড়িতেই আমরা লাঞ্চ করে নেব। আমি একাই সপরিবারে রওনা দিলাম দেওমালির পথে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

MENSWEAR | WOMENSWEAR
KIDSWEAR | TEENSWEAR
SUITING SHIRTING | RUBIA
DRESS MATERIAL & BED SHEETS

Bhaskar Sriniketan

STORE ▸ BEHALA

+(91)-89103 75304/89103 86709 www.bhaskarsriniketan.com bhaskarsriniketanbehala

দুদিকে সারি সারি পাহাড় আর সবুজ বনানী। তার মধ্যে দিয়ে চমৎকার রাস্তা। একেবারে পিকচার স্কেপ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট আদিবাসী গ্রাম। গাড়িতে সেনচু গান চালিয়েছে--- প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে মোরে আরও আরও দাও প্রাণ...। ভীষণ ভাল লাগছিল। প্রকৃতির রূপসুধা পান করতে করে পৌঁছে গেলাম দেওমালির নিচে। শেষ কয়েক কিলোমিটার আগে থেকে কিছুটা অফরোডিং। গাড়ির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স কম হওয়ায় কোনও কোনও গাড়ি একটু অসুবিধায় পড়ছে। তবে ভয়ংকর কিছু নয়। আমার নেক্সনের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ২০৫ তাই তেমন কিছু সমস্যা মনেই হয়নি। ছোট ছোট টার্নগুলো সাবধানে পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম দেওমালি হিল টপ। উচ্চতা ৫৪৮৬ ফুট। ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে।

পূর্বঘাট পর্বতমালার চন্দ্রগিরি-পট্টাঙ্গি সাবরেঞ্জে অবস্থিত এই দেওমালি হিলটপ তার অপার সৌন্দর্য নিয়ে সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে পর্যটকদের জন্য। সরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকার ব্যবস্থাও আছে। পাহাড়ের কোলে টেন্টে থাকার ব্যবস্থা আছে। বহু গাড়ি অনেক ট্যুরিস্ট এসেছে। হিলটপ থেকে কিছুটা এগিয়ে টেন্টিং গ্রাউন্ডের কাছে গিয়ে গাড়ি থামালাম। এখানে একটা ওয়াচ টাওয়ারও আছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে সম্পুর্ণ মালভূমি অঞ্চলের সৌন্দর্যকে উপভোগ করে নেমে এলাম।

এবার খিদেটা বেশ মালুম হচ্ছে। হিলটপে খাওয়ার জন্য একটাই রেস্তরাঁ। বেশ ভালই ভিড়। স্যান্ডুইচ, বার্গার আর কফি খেলাম। ততক্ষণে ঘড়িতে সওয়া পাঁচটা বেজে গেছে। বেশ ঠান্ডা লাগছে। মাটি ছুঁয়ে মেঘেরা নেমে এসেছে। এবার নামতে হবে পাহাড় থেকে। জেপুরে হোটেল সন্ধ্যায় ঘর বুক করা আছে। দূরত্ব ৬২ কিলোমিটার। আর দেরি না করে গাড়ি ছেড়ে দিলাম। হোটেলে ঢুকলাম যখন ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। ১২ তারিখ সকাল। ব্রেক করে বেড়োতে ১০টা বেজে গেল। পাহাড়ি পথে ৬০ কিলোমিটার ড্রাইভ করে ঘণ্টা খানেকে পৌঁছে গেলাম গুপ্তেশ্বর শিবের মন্দির চত্বরে। দুদিকে সারি সারি দোকান। বাবার কাছে ভক্ত সমাগম ভালই হয়। গাড়ি পার্ক করে এক কিলোমিটার ঢুকে শিবলিঙ্গ দর্শন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম রাস্তায়। গুপ্তেশ্বর থেকে আমাদের গন্তব্য প্রথমে ৬২ কিলোমিটার দূরের ডুডুমা আর সেখান থেকে আরও ৫৫ কিলোমিটার রানি ডুডুমা জলপ্রপাত। সেই পথেই রওনা দিল আমাদের চারটে গাড়ি। ঘণ্টা দুয়েক চলার পর

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Authentic
Bengal Handlooms,
straight from
the Loom
A FIRM OF MORE THAN 100 YEARS
Biswambhar Nag Das & Co.
TANGAIL
BALUCHORI
DHONIAKHALI
SHANTIPURI
LILEN
MOTKA
BHAGALPURI
KOTKI
KANTHA
PRINT
BAHA
WHOLESELLER
ENQUIRY
033 22729030
Biswambhar Nag Das & Co:
67, Burtolla Street, Burrabazar, Kolkata 700007

বুঝলাম রাস্তা ভুল করেছি। আমার গাড়ির পিছনে সামসুলের গাড়ি। অরুণাংশু আর অমিতের কোনও পাত্তা নেই। এই ভুল গুগুলবাবুর নয়। সৌজন্যে শ্রীমান অরুণাংশু। গ্রুপে তার দেওয়া পথনির্দেশে বানান বিভ্রাটের ফলেই গুগুলবাবু আমাদের অন্ধ্রপ্রদেশে নিয়ে যাচ্ছিলেন! বুঝতে পেরে নন্দবাজারের কাছেই থেমে গেলাম। যাই হোক স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি আর সামসুল গাড়ি ছোটালাম রানি ডুডুমা ফলসের দিকে।

চারটে নাগাদ পৌঁছলাম। গাড়ি পার্কিংয়ের সুন্দর ব্যবস্থা। সেখান থেকে দু' কিলোমিটার আরণ্যক পাহাড়ি পথ। হেঁটেই যেতে হয়। তারপর শুরু হয় সিঁড়ি ভাঙা উৎরাই। একসময় সিঁড়ি শেষ হয়। চোখের সামনে রানি মা ঝরনা হয়ে ঝরে পড়ছেন। বেশ ভালো লাগে। তার সৌন্দর্যে বিমোহিত হই আমরা! কিছুটা সময় কাটিয়ে ফিরে এসে গাড়িতে উঠে বসি। এবার যেতে হবে ডুডুমার কাছে।

ডুডুমা ফলস পৌঁছতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। অন্ধকার করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে ততক্ষণে। গাড়ি থেকে নামা অসম্ভব। গাড়িতে বসেই কফি খেতে খেতে সময় চলে যায়। বৃষ্টি কিছুটা কমতে মাথায় টুপি পরে গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। ওরা নামে না। সামসুল আগেই নেমে পড়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা নামতেই দুগ্ধ ফেনিল এক ধারা চোখে পড়ে। এটাই ডুডুমা ফলস! বেশিক্ষণ থাকা হয় না। ওপর থেকে মেয়ের শাসনের সুর ভেসে আসে। উঠে এসে গাড়ি ছেড়ে দেই। ঘড়িতে তখন সাড়ে ছ'টা। অন্ধকারের বুক চিরে পাহাড়ি রাস্তা ধরে নেমে আসি জেপুর। দূরত্ব ৬২ কিলোমিটার। হোটেলে ঢুকতে সাড়ে সাতটা বেজে যায়। ফ্রেশ হয়ে ডিনার সেরে ফেলি। তারপর ক্লান্ত শরীর খোঁজে ঘুমের আশ্রয়।

দুটো দিন কেটে গেল জেপুরে। আজ ১৩ অক্টোবর। সকালে রওনা দিলাম ছত্তিশগড়ের উদ্দেশে। লক্ষ প্রথমে তিরথগড় জলপ্রপাত ও তারপর চিত্রকোট জলপ্রপাত। ১০০ কিলোমিটার অরণ্যময় পাহাড়ি পথ পেরিয়ে হাজির হলাম কাঙেরঘাটি ন্যাশানাল পার্কের গেটে। ২০৪ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এই জঙ্গল ১৯৮২ সালে জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পেয়েছে।

চিতাবাঘ, বুনো শুয়োর, সম্বর আর চিতল হরিণের আর নানা পাখপাখালির বাস। সহাবস্থানে আছে ধুবরা, মারিয়া, মুরিয়া, গোন্দ উপজাতির ভূমিজ সন্তানরা। ভিতরে প্রবেশ না করে আমরা উল্টো দিকের রাস্তা ধরে মিনিট দশকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম পাঁচ কিলোমিটার দূরের তিরথগড় ফলস-এর কাছে পার্কিং গ্রাউন্ডে।

গাড়ি পার্ক করে টিকিট কেটে ২১৪টা পিচ্ছিল সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছলাম তিরথগড় ফলস-এর কোলে। জলের ঝাপটায় ভিজে গেলাম। কাঙ্গের নদীর এক ছোট্ট শাখা মুনগাতার নদী ১১০ মিটার উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে ১৬০ মিটার চওড়া এই সুন্দর মনোমুগ্ধকর জলপ্রপাত। কিছুটা সময় কাটিয়ে ফোটোসেশন করে ফিরে আসি গাড়ির কাছে। এবার যাব বহু আকাঙ্ক্ষিত

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com

Shalimar's®

স্বাদ ও বিশুদ্ধতা
প্রতিটি ফোঁটায়

চিত্রকোট ফলসে।

তিরথগড় ফলস থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে ভারতের নায়াগ্রা বলে পরিচিত চিত্রকোট ফলস। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই পৌঁছলাম। গাড়ি পার্ক করে কিছুটা হেঁটে এলাম রাস্তা সংলগ্ন ভিউ পয়েন্টে। উফফ! কী মন ভোলানো রূপ! অনেকটা জায়গা জুড়ে ৯৬ ফুট উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইন্দ্রাবতী নদী। তার জলচ্ছটা আর সূর্যরশ্মি মিলে জলপ্রপাতের বুকে সৃষ্টি করছে রামধনু। অবর্ণনীয়! অসাধারণ! আমাদের মন মাতিয়ে ইন্দ্রাবতী নদী কিছুটা এগিয়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছে গোদাবরী নদীর বুকে।

এখানেই শেষ নয়। এরপর বোটিং পর্ব। বোটে করে জলপ্রপাতের খুব কাছে যাওয়ার মজাই আলাদা। ঠিক করলাম লাঞ্চ সেরে বোটিং করব। ততক্ষণে সূয্যি মামার তেজও একটু কমবে। তাই কাছাকাছি একটা রেস্তরাঁয় লাঞ্চ করে চললাম বোটিং পয়েন্টের উদ্দেশে। আবার অনেকগুলো হাঁটু ভাঙা সিঁড়ি। প্রচুর টুরিস্ট । নৌকায় ওঠার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলছে। প্রতি নৌকায় আকার অনুসারে ১২ থেকে ১৫জন যেতে পারে। ভাড়া মাথাপিছু ৫০ টাকা। পাল্লা দিয়ে লড়াই করে হাঁটু সমান জলে নেমে (তাই শর্টপ্যান্ট পরে যাওয়াই শ্রেয়) একসময় আমরাও নৌকায় উঠতে□পারলাম। তারপর নৌকা নিয়ে গেল Acceptance নীচে। তার জলচ্ছটার উষ্ণ আলিঙ্গনে স্নান হয়ে গেল। মন হল পরিপূর্ণ! এই কিছুটা সময় স্মৃতির মণিকোঠায় অমলিন হয়ে থাকবে চিরকাল!

আজ চিত্রকোটেই থাকব। এখানে ছত্তিশগড় টুরিজমের দুটো রিসর্ট আছে। অনলাইনেই বুকিং হয়। ফলসের একদম কাছে ছত্তিশগড় ট্যুরিজমের দণ্ডামি রিসর্ট যার বারান্দা আর ঘর থেকেই নাকি ফলস দেখা যায়! আমরা বুকিং পাইনি। পাঁচ কিলোমিটার দূরের ছত্তিশগড় টুরিজমের আর একটা SFT camp রিসর্ট আছে। এখানেই বুকিং পেয়েছিলাম। তিনবেডের বিশাল ডিলাক্স কটেজ আর স্যুইটগুলোর ভাড়া দিনপ্রতি মাত্র ১৪০০ থেকে ১৮০০ টাকার মধ্যে। খাওয়াদাওয়ার জন্য ক্যান্টিন আছে। দাম বেশ বেশি। যেমন চারটে পুরি ১২০ টাকা। নিজেদের সঙ্গে খাবার রাখলে খরচের কিছুটা সাশ্রয় হয়। আগামীকাল রওনা হব মেইনপাটের পথে। সেখানেই শেষ হবে এবারের ভ্রমণ কথা।

১৪ অক্টোবর, সকাল ন'টায় বেরিয়ে পড়লাম চিত্রকোটের STF ক্যাম্প রিসর্ট থেকে। আজ আর কোনও সাইটসিং নেই। মেইনপাটের পথে রাত্রিযাপন করব রায়পুরে। ২৮৭ কিলোমিটার দূরত্ব। ইন্দ্রাবতী নদীর ওপর ব্রিজ পেরিয়ে গাড়ি ছুটল রায়পুরের দিকে। আজ শুরু থেকেই স্টিয়ারিং মেয়ের হাতে। আমি কো-পাইলটের সিটে বসে ওর ড্রাইভিং উপভোগ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

করছি। ঘণ্টাখানেক পরে রাস্তার ধারে ছোট্ট একটা ধাবায় ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। ভেবেছিলাম আজ রায়পুরের থাকব। কিন্তু তিনটে নাগাদ রায়পুর পৌঁছে সিদ্ধান্ত নিলাম হাতে যখন অনেকটাই সময় আছে তাই মেইনপাটের পথে আরও কিছুটা রাস্তা এগিয়ে থাকলে ভালো হয়। আগামীকাল তাড়াতাড়ি মেইনপাট পৌঁছে যাব। সবারই খিদে পেয়েছে। কিন্তু হোটেল বা ধাবায় ঢুকে সময় নষ্ট করলাম না। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও সঙ্গে থাকা খাবার খেয়ে খিদে মেটালাম। লং ড্রাইভের সময় এটাই আমরা করে থাকি। লাঞ্চের জন্য অযথা সময় নষ্ট করতে টিম ভবঘুরের সদস্যেরা (আমি, মেয়ে ও গিন্নি) কেউই রাজি নই। ১২৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বিলাসপুর পৌঁছতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। উঠলাম দ্য কান্ট্রি ক্লাব হোটেলে। তিন বিছানার ঘর দিন প্রতি ১৫০০ টাকা। গাড়ির জন্য বিশাল পার্কিংয়ের সুন্দর ব্যবস্থা। খাবারের জন্য ক্যান্টিনও আছে। অর্ডার করলে ঘরে দিয়ে যায়। পরদিন অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর। আমাদের গন্তব্য মেইনপাট। গুগুল ম্যাপে দুটো রাস্তা দেখায়। একটা রতনপুর হয়ে সাড়ে চার ঘণ্টায় ২৪৯ কিলোমিটার। আর একটা পথ কোরবা হয়ে সাড়ে ছয় ঘণ্টায় ২৪২ কিলোমিটার। স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রথম রাস্তাই বেছে নিলাম। কিন্তু সরাসরি মেইনপাট পাহাড়ে না উঠে আমরা হাজির হলাম সুরগুজা জেলার ঠিনঠিনি পাথরের সামনে। চারদিকে ছড়ানো ছেটানো পড়ে থাকা অনেক পাথরের মধ্যে একটা মাত্র পাথরের বিশেষ গুণ আছে। আর সেটাই ঠিনঠিনি পাথর। আড়াআড়ি শায়িত ফুট পাঁচেক লম্বা এই একটা পাথরের ওপর কিছু দিয়ে আঘাত করলেই সুরেলা যান্ত্রিক শব্দ বেড়িয়ে আসছে। তাই এর নাম ঠিনঠিনি পাথর। কাছাকাছি রেলস্টেশন অম্বিকাপুর।

ঠিনঠিনি পাথরের মিউজিক্যাল শব্দ শুনে আমরা রওনা দিলাম মেইনপাট পাহাড়ের দিকে। আঁকাবাঁকা সুন্দর পাহাড়ি রাস্তা ধরে সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ পৌঁয়ছে গেলাম করমা এথনিক রিসর্টের গেটের সামনে। এটাই হিলটপে অবস্থিত ছত্তিশগড় টুরিজমের ববস্থাপনায়

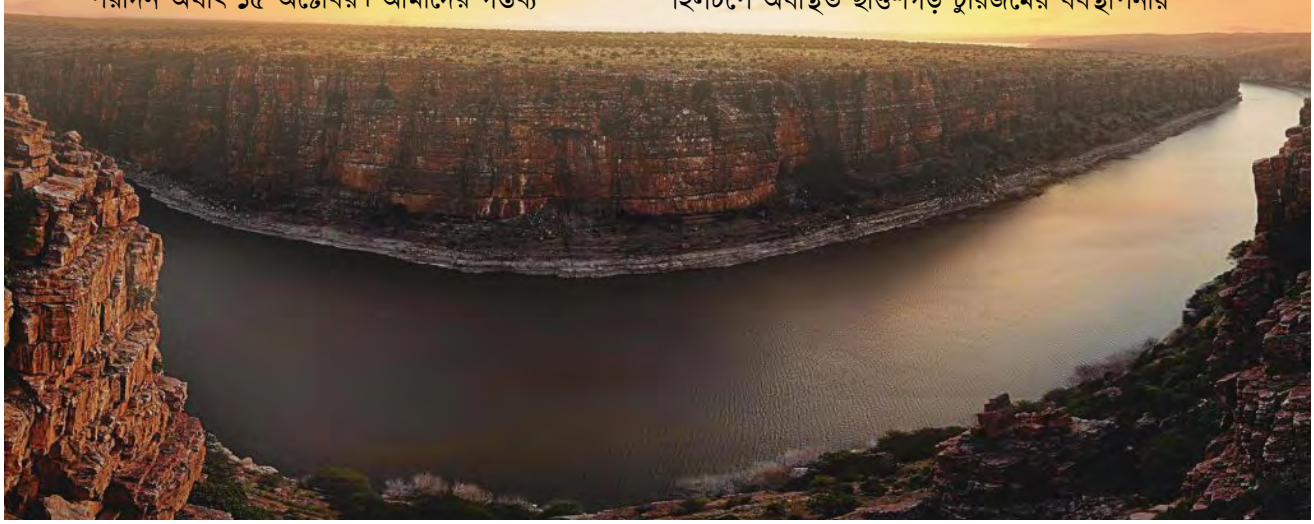

সুন্দর থাকা ও খাওয়ার জায়গা। আমাদের তিন রাত যাপনের ঠিকানা।

পরদিন সকাল। ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বেরোতেই বিস্ময়ে হতবাক। রোদ ঝলমল বিস্তৃত সবুজ উপত্যকা হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে ডাক উপেক্ষা করার সাধ্য কারওর নেই। তিনজনেই ঝটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ব্রেকফাস্ট করতে চলে এলাম এক কিলোমিটার দূরের দোলমা টিবেট রিসর্ট অ্যান্ড রেস্তরাঁয়। এখানেও রয়েছে থাকার সুন্দর ব্যবস্থা। ঘরভাড়া প্রয়োজন অনুসারে ২০০০ থেকে ৩০০০ হাজারের মধ্যে। সুন্দর সাজানো গোছানো রেস্তরঁ। প্রতিটা আসবাবপত্রে রুচির ছাপ। রিসেপশন কাম ক্যাশ কাউন্টারের পিছনে দলাইলামার ছবি। তিব্বতীয় সঙ্গীতের মূর্ছনা! আর তার সঙ্গে নানারকম সুস্বাদু তিব্বতীয় খাবার। ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা রওনা দিলাম উল্টাপানির পথে।

মাইনপাট জায়গাটা ছবির মতো সুন্দর! বিস্তীর্ণ সবুজ উপত্যকা। অদূরেই সারি দিয়ে ছোট ছোট পাহাড়গুলো সব দাঁড়িয়ে। আদর করে বলা হয় ছত্তিশগড়ের সিমলা। মেইনপাট ঢোকার মুখে একটা সাইন বোর্ডে এই কথাটা লেখা দেখেছিলাম। আবার অনেক তিব্বতীর বাস আর অনেকগুলো বুদ্ধ মনাস্ট্রি আছে বলেই অনেকেই একে বলে মিনি তিব্বত। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছলাম উল্টাপানি। খান তিনেকে চায়ের দোকান আছে। চা এর সঙ্গে ডিম সিদ্ধ, ঘুগনি, আলুর দম, ভুট্টা-- এইসব বিক্রি হচ্ছে। গাকড়ি থেকে নামতে না নামতেই বৃষ্টি শুরু হল। মেইনপাট সফরের দুটো দিন যখন-তখন বৃষ্টি পেয়েছি। তবে সে বৃষ্টি বেশিক্ষণ হয় না। একটা দোকানে আশ্রয় নিলাম। ভুট্টা পোড়া খেতে খেতে বৃষ্টি থেমে গেল। দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। দোকানির নির্দেশমতো একটু এগোতেই অদূরেই এক তির তিরে সংকীর্ণ জলধারার কাছে পৌঁছে গেলাম। এটাই উলটাপানি। কারণ, সেই জলধারা ঢালের বিপরীত দিকে অর্থাৎ নিচের থেকে ওপরের দিকে বহমান! সেনচু কাগজের নৌকা বানিয়ে ভাসিয়ে দিতে সে তরী তরতরিয়ে ওপরের দিকে চলতে শুরু করল। একি দৃষ্টি বিভ্রম না অন্য কিছু ঠিক বুঝলাম না! গাড়ির কাছে ফিরে এলাম। শুনেছি এই জায়গাটা নাকি ম্যাগনেটিক ফিল্ড। পরীক্ষা করার জন্য গাড়ি ব্যক গিয়ারে ফেলে নিউট্রাল করে দিতেই এক অদ্ভুত কাণ্ড! নিউট্রালে গাড়ির এক জায়গায় স্থির থাকবে আর না হলে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে গড়াবে। কিন্তু আমার গাড়ি ব্যাকগিয়রে করে নিউট্রালে ফেললেও ঢালের বিপরীতে ওপরের দিকে ছুটল! এটাও কি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কাণ্ড! ফেসবুকে সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে বন্ধুদের যেসব নানারকম ব্যাখ্যা পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে যে এই ঘটনা নিছক দৃষ্টিবিভ্রম নয়, চুম্বকীয় টানের কারসাজি।

উলটাপানি থেকে আমরা গিয়েছিলাম

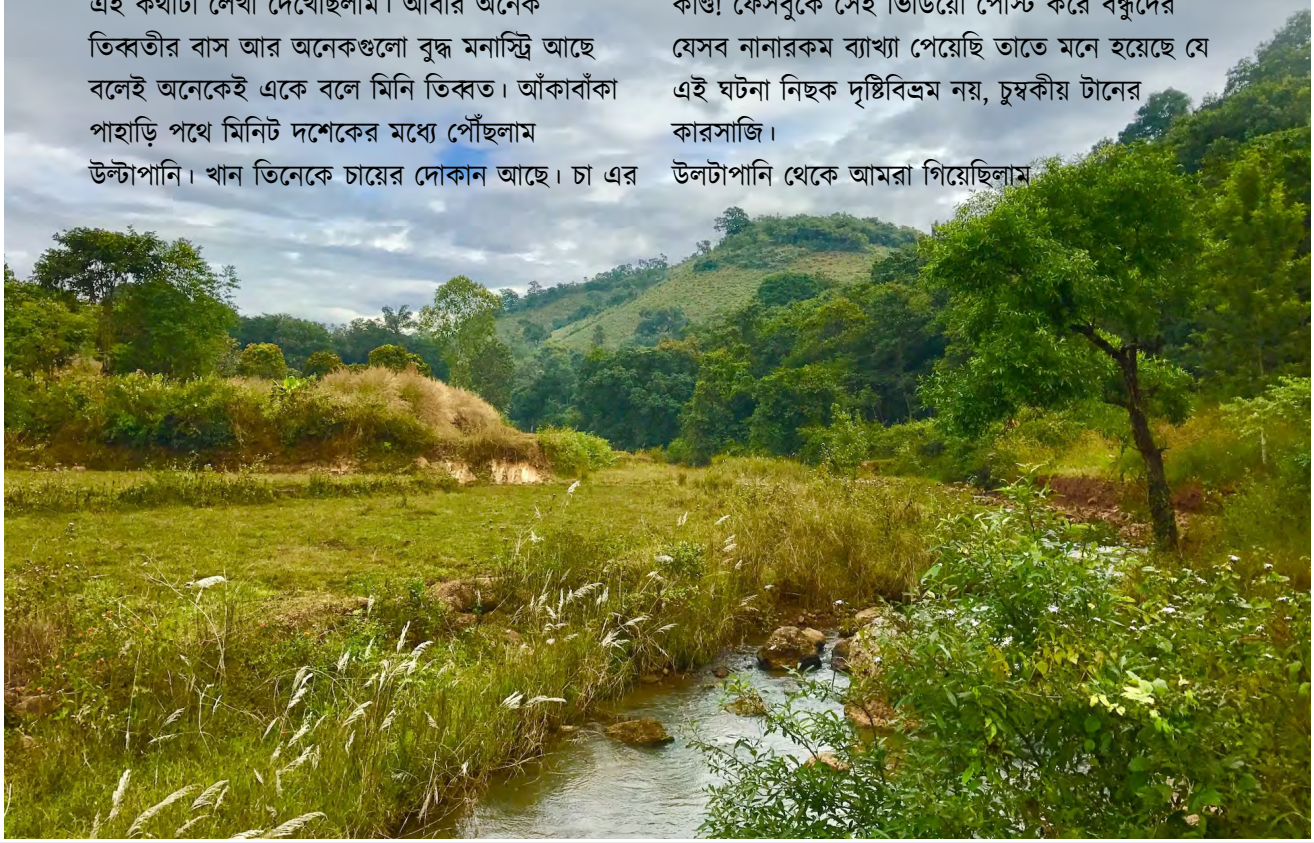

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

CELEBRATING 125 Years

বগলা চরণ কুণ্ডু

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন

নতুন ঘরে পা রাখার মুহূর্তে আসুক শান্তি ও সমৃদ্ধি

Shyambazar Five Point

1 R.G.KAR ROAD, Kolkata, West Bengal 700004

WE HAVE NO BRANCH

7980603470

www.bagalacharankundu.com

WHOLESALE & CORPORATE ORDERS : **8910369560**

জলজলি পয়েন্ট। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল জায়গা। একটা গেট দিয়ে ঢুকতে হয়। উল্টো দিকে কয়েকটা খাবার দোকান আছে। এবারেও গাড়ি থামাতেই শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। ছাতা মাথায় দিয়ে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। অনেক নিচ পর্যন্ত সিঁড়ি নেমে গেছে। সিঁড়ির শেষে শুরু হয়েছে এক বিস্তীর্ণ কাদা-মাটির অঞ্চল। এটাই জলজলি পয়েন্ট। এই জমিতে লাফালে সেটা নাকি বাউন্স করে। কিছু মানুষ সেই কাদা-মাটির ওপর লাফাচ্ছে। কাদা আর বৃষ্টির জন্যে আমরা আর নামলাম না। অন্যদের লাফানিঝাঁপানি দেখে গাড়িতে উঠে বসলাম। তারপর দোলমা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ সেরে সোজা রিসর্টে ফিরলাম।

মেইনপাটে থেকে ১০-১৫ কিলোমিটারের মধ্যে আরও কয়েকটা দেখার জায়গা আছে। যেমন ফিস পয়েন্ট , মেহতা পয়েন্ট, সানসেট পয়েন্ট আর আমাদের করমা এথনিক রিসর্টের খুব কাছেই হাঁটাপথে দুটো বুদ্ধ মনাস্ট্রি। পরদিন সকালে বুদ্ধ মনাস্ট্রি দুটো দেখে সারাদিন ল্যাদ খেয়েই কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন ১৮ অক্টোবর। বাড়ি ফেরার পালা। গুগুলবাবু দেখাচ্ছেন ১৫ ঘণ্টায়□৬৮৬ কিলোমিটার পথ। ব্রেকফাস্ট সেরে সাড়ে আটটা নাগাদ গাড়ি স্টার্ট করলাম। পাহাড়, জঙ্গল আর ঝরনার মেলবন্ধনে রচিত এক রূপকথার জগৎ থেকে ফিরে যাচ্ছি ইট-কাঠ-পাথর আর□কংক্রিটের রাজ্যে। অনেক কিছুই দেখা হল না এই যাত্রায়, তাই রেখে□এলাম আবার ফিরে আশার প্রতিশ্রুতিতে।

মাঝে দু'একবার ওয়াশরুম আর পেট্রোলের প্রয়োজনে দু'চার বার বিরতি। তারই মধ্যে খাদ্যমন্ত্রীর (গিন্নি) সৌজন্যে সময় নষ্ট না করে গাড়িতে মজুত খাবার দিয়ে লাঞ্চ করে নেওয়া। যাত্রার অন্তিমপর্বে কোলাঘাটে গালা ডিনার সেরে রাত□১০.৪০-এ বাড়ি পৌঁছলাম। ও হ্যাঁ ! গুগুলবাবু মত তথা পথ পরিবর্তন করে রাঁচি শহরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসায় মেইনপাট থেকে উত্তরপাড়ায় বাড়ির দূরত্ব হয়েছিল ৭১৯ কিলোমিটার।

আমাদের এই দশ রাত/১১ দিনের রোড ট্রিপ-এ মোট পথ-পরিক্রমা হয়েছে ৩০৯৩ কিলোমিটার।

আমার গাড়ি নেক্সন ক্রিয়েটিভ প্লাস ডিসিএ

টোল ট্যাক্স ২৯০৫ টাকা।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

থাকা-খাওয়া: বারকুলে থাকার জন্য OTDC- র পান্থনিবাস, টায়ডা বা অরাকু তে APTDC-র গেস্ট হাউস, দেওমালিতে ওডিশা ইকোটুরিজমের গেস্ট হাউস, চিত্রকূট এবং মেইনপাটে ছত্তিশগড় টুরিজম থেকে রিসর্ট অনলাইন বুক করতে হয়। তাছাড়া দেওমালি ছাড়া সব জায়গাতেই প্রাইভেট হোটেল অনলাইন বুকিং করা যেতে পারে।

ছবি: লেখক

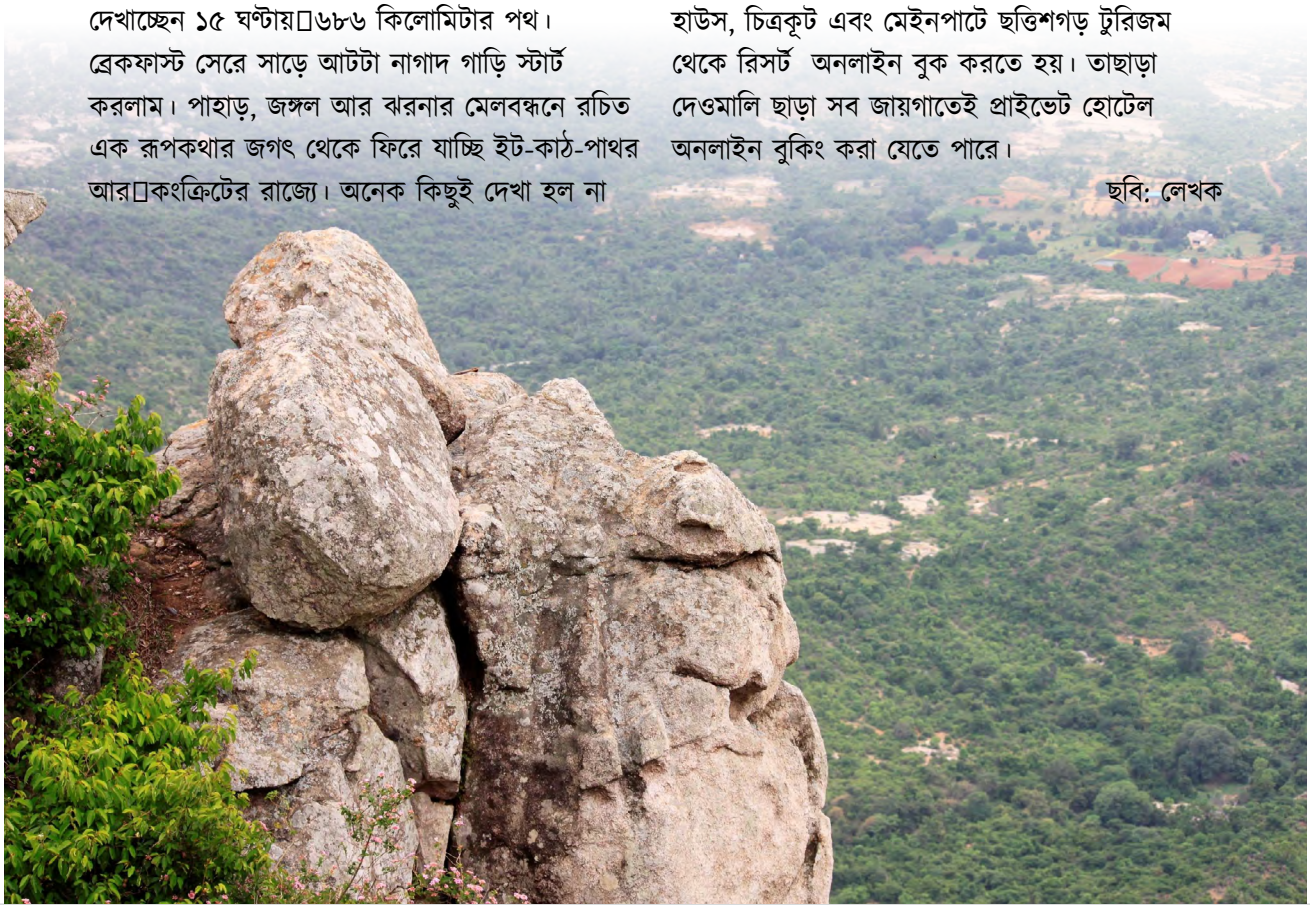

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Shalimar's®
খাঁটি রঙ
খাঁটি বিশ্বাস
Shalimar's®
CHEF
AGMARK
Turmeric Powder
AGMARK
Turmeric Powder
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
hyperpure

অফবিট উত্তরবঙ্গ: মেঘের আলিঙ্গনে লুকানো তিনটি গ্রাম

জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

অবসর নয়, জীবনের নতুন যাত্রা। অবসর মানে থেমে যাওয়া নয়, বরং জীবনকে নতুনভাবে দেখার আরেকটি সুযোগ। সুদীর্ঘ শিক্ষকতাজীবনের পর যখন অবশেষে দায়িত্বের ভার নামিয়ে রাখলাম, তখন মনে হল— এখন সময় নিজের মতো করে বাঁচার, দেখার, অনুভব করার। তাই অবসরের একমাসও পার না হতেই, মার্চের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভোরে উত্তরপাড়া থেকে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রওনা দিলাম— সঙ্গে স্ত্রী আর দিদি, মনে উৎসাহ আর চোখে অজানার টান। ভোর সাড়ে চারটেয় যখন উত্তরপাড়া ছাড়লাম, তখনও শহর ঘুমে আচ্ছন্ন। আকাশে অল্প আলো, রাস্তায় দু'একটা ট্রাক, আর গাড়ির জানালা দিয়ে ঢুকে পড়া শীতল হাওয়া— সব মিলিয়ে এক অনির্বচনীয় অনুভব!

বৈদ্যবাটি থেকে তুললাম বন্ধু বলা আর ওর স্ত্রী জয়াকে। পাঁচজনের দল, আমার টাটা নেক্সন, আর অদম্য ভ্রমণতৃষ্ণা— এই নিয়েই শুরু হল আমাদের উত্তরবঙ্গের অফবিট সফর। গন্তব্য তিনটি অল্প জানা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অথচ স্বপ্নময় পাহাড়ি গ্রাম— তানিয়াং, ফিক্কালেগাঁও আর দাড়াগাঁও। শহরের ধুলোমাখা রাস্তা, অফিসের চাপ, সবকিছু থেকে দূরে, যেখানে প্রকৃতি নিজের গল্প বলে।

দিল্লি রোড ধরে এগিয়ে একসময় মগরা ফ্লাইওভার পেরিয়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরতেই গাড়ির গতি বেড়ে গেল। তারপর একের পর এক চেনা জায়গা পেরিয়ে যখন সন্ধ্যা নামল, তখন আমরা পৌঁছে গেছি শিলিগুড়ি। শহরের আলো ঝলমলে ব্যস্ততা তখনও ফুরোয়নি। আমরা রাত কাটালাম দাবগ্রাম নাকি ডাবগ্রাম ইয়ুথ হস্টেলে— সাধারণ অথচ আরামদায়ক পরিবেশ। তিন শয্যার ঘর ভাড়া ১৩০০ টাকা, আর দ্বিশয্যা ১১১৪ টাকা— অনলাইনে বুক করা। যদিও ক্যানটিন নেই, পাশের ছোট্ট রেস্টুরেন্টে পেটপুরে ডিনার করে ফিরে এলাম। পাহাড়ের কাছাকাছি আসার উত্তেজনা শরীরের ক্লান্তিকে হারিয়ে দিচ্ছিল। পরদিন যে সত্যিকারের অভিযান শুরু হবে!

দ্বিতীয় দিন: সেবক রোড থেকে পাহাড়ের কোলে প্রথম ছোঁয়া

সকাল সাড়ে আটটা বাজতেই গাড়ি স্টার্ট নিল। শহরের ধুলো-মাখা রাস্তাগুলো ছেড়ে যখন সেবক রোডে উঠলাম, মনে হল যেন এক অন্য জগতে ঢুকে পড়েছি! এক পাশে তিস্তার গর্জন, অন্য পাশে পাহাড়ের গা-ঘেঁষে থাকা সবুজ অরণ্য— প্রকৃতি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে! সাড়ে ন'টা নাগাদ পৌঁছে গেলাম সেবক রেলগেট। রেললাইন পেরিয়েই গাড়ি থামালাম হাইওয়ে কাফের সামনে। দশ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে বেশ ছিমছাম পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট। ন্যায্য দামে মোমো, চাউমিন, ডিম-টোস্ট, কফি সবকিছুই পাওয়া যায়। ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা দিলাম তানিয়াং-এর পথে।

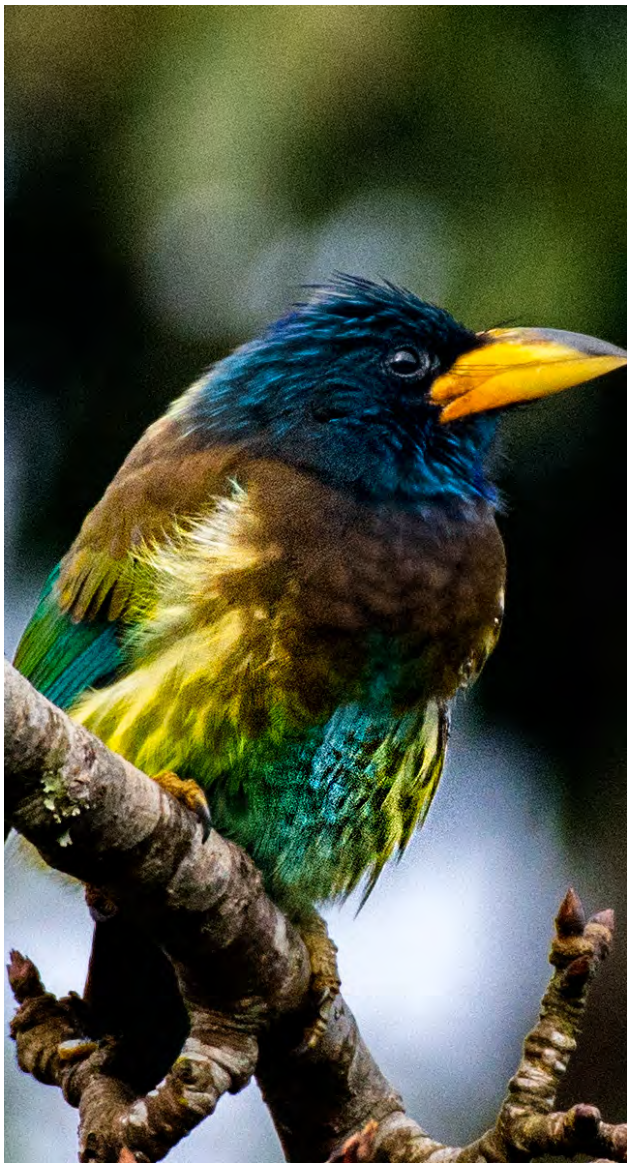

একসময় মোড় ঘুরে গেল কালিঝোরা ড্যামের দিকে। ড্যাম পার হয়ে কিছুটা এগোতেই শুরু হল সরু পাহাড়ি রাস্তা। একপাশে গভীর খাদ, অন্যপাশে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে ঝুলে থাকা শ্যাওলা, আর দূর থেকে ভেসে আসা নদীর গর্জন— প্রতিটি মুহূর্তেই উত্তেজনা! গোরখা ফটকের কাছে এসে মাথাপিছু ২০ টাকা এন্ট্রি ফি দিতে হল। আমি ড্রাইভার বলে আমার আর লাগল না।

গাড়ি ধীরে ধীরে উঠছিল। ড্রাইভারের আসনে আমি, পাশে বলা। মাঝে মাঝে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা "দারুণ!" বাহ! এই বাঁকটা দেখ!" মুহূর্তগুলো যেন রোমাঞ্চে ভরে দিচ্ছিল পুরো যাত্রাকে। গাড়ি ধীরে ধীরে উঠছে, আর আমরা চুপ করে দৃশ্য উপভোগ করছি। গোপা হঠাৎ বলল, "দেখো, ওই বাঁকটা! যেন পৃথিবীর শেষপ্রান্তে এসে পড়েছি!" আর আমি মনে মনে বলি, এই রাস্তা যেন জীবনের মতো— আঁকাবাঁকা, কিন্তু সুন্দর!

পানবুদাড়া ভিউ পয়েন্ট: প্রকৃতির এক উন্মুক্ত ক্যানভাস

একসময় পৌঁছলাম পানবুদাড়া ভিউ পয়েন্টে। রাস্তার ধারে বিশাল মহাদেবের মূর্তি যেন পাহারের প্রহরী। ঠিক উলটো দিকেই একটা পার্ক। মাথাপিছু ২০ টাকা দিয়ে পার্কে ঢুকলাম। সামনে বিশাল তিস্তাভ্যালি, নদীর রুপালি স্রোত নিচে বয়ে চলেছে আর দূরে পাহাড়ের সারি। ভাগ্য ভালো হলে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপও ধরা দেয়, যদিও সেদিন মেঘের পর্দা নামায় আমাদের সেই সৌভাগ্য হয়নি। তবু নিচে বয়ে চলা তিস্তার অপূর্ব দৃশ্য মন ভরিয়ে দিল! এক কাপ কফি হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। দিদি বলল, "এই মুহূর্তটা চিরকাল থামিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে।" তৎক্ষণাৎ গলা মেলালো জয়া, "ঠিক বলেছ। এই মুহূর্তটুকু থেমে থাক, চিরকাল!"

মাকুম-- আর এক লুকানো স্বর্গের কাছাকাছি!

মাকুম পানবুদাড়া ছেড়ে আবার গাড়ি উঠল পাহাড়ের দিকে। গন্তব্য তানিয়াং। কিন্তু পথ ভুলে অন্য রাস্তায় চলে গেলাম। এক চোখ জুড়ানো অনন্য স্থানে! নাম তার মাকুম ভিউ পয়েন্ট। জায়গাটা সত্যিই অসাধারণ। উন্মুক্ত প্যানোরোমিক ভিউ! আর নিচে মেঘে ঢাকা তিস্তার খাদ! থাকার জন্য এখানে ছবিরমতো পাঁচ ঘরের একটাই হোমস্টে। নাম গালসাং হোমস্টে। থাকা-খাওয়া নিয়ে প্রতিদিন মাথা পিছু ১৩০০ টাকা। মালিকের নাম দাওয়া তামাং। ওঁকে ৭৮১১৮৮০১৭৬ এই নম্বরে ফোন করে সরাসরি বুকিং করা যাবে। কিছুক্ষণ মাকুম ভিউ পয়েন্টে কাটিয়ে উলটো পথে আবার তানিয়াং এর দিকে রওনা দিলাম। তারপর সামথার, সিঞ্জিবাজার, লামাদাড়া পেরিয়ে পৌঁছলাম তানিয়াং। আমরা উঠলাম বিশ্বরূপ হোমস্টেতে। কুক লামা ও ম্যানেজার নিশীথ খুবই মিশুকে আর আন্তরিক। প্রথমেই ওয়েলকাম ড্রিংকস হাতে ধরিয়ে দিল। গুরাসের পাপড়ি দিয়ে বানিয়েছে। অসাধারণ তার স্বাদ!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গুরাস হল রডোডেনড্রন।

এই হোমস্টেতে তিনটি ঘর, প্রতিটি ট্রিপল বেড, অ্যাটাচড বাথ— নিখুঁত, পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। দিনপ্রতি মাথাপিছু ১৫০০–১৭০০ টাকায় থাকা-খাওয়া। লাঞ্চে টাটকা মাছের ঝোল, ডাল, সবজি, চাটনি; সন্ধ্যায় ভেজ পাকোড়া, ডিনারে চিকেন কারি; সকালে লুচি-ঘুগনি। দ্বিতীয় দিনের ডিনারে চিকেন বিরিয়ানি (দুদিন থাকলে তবেই মিলবে)— পরিমাণে এত দিয়েছে যে অর্ধেক ফেরত দিতে হল! পাহাড়ে এমন যত্ন পেয়ে মনটা আপ্লুত হয়ে গেল।

তানিয়াং: নিস্তব্ধতার আশ্রয়

কালিম্পং শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে এই গ্রামটি যেন প্রকৃতির আঁচলে লুকিয়ে থাকা একটুকরো স্বপ্ন! উচ্চতা প্রায় ৫২০০ ফুট। এমন এক জায়গা, যেখানে সময় যেন থেমে যায়। এখানে নেই হইচই, নেই পর্যটকদের ভিড়। শুধু আছে মেঘে ঢাকা পাহাড়, অরণ্যের সবুজ আর চা-বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থাকা নির্জন সৌন্দর্য। প্রতিদিন সকালে কুয়াশায় ঢাকা পাহাড় দেখে মনে হত যেন স্বপ্নের জগতে রয়েছি। হোমস্টের বারান্দা থেকে দেখা মেঘের ভেসে যাওয়া, দৃশ্য মন ছুঁয়ে যেত! পাখিদের ডাক, দূরে ঝরনার শব্দ, আর হালকা ঠান্ডা বাতাস— এক অদ্ভুত শান্তি এনে দেয়! সন্ধ্যায় নক্ষত্রভরা আকাশের নিচে চা হাতে বসে গল্প করতে করতে মনে হচ্ছিল— এটাই তো জীবন কালীদা! তানিয়াং আমাদের শেখালো প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়া মানেই নিজের ভিতরে ফিরে যাওয়া। তানিয়াংয়ে ঢুকতেই মনে হয়, মেঘ এখানে বাড়ি করে

থাকে। সারা বছর। সকালে কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকে পুরো গ্রাম, দুপুরে হঠাৎ মেঘ সরে গেলে দেখা যায় দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া। সন্ধ্যায় আবার মেঘ নেমে আসে বারান্দায়, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। গ্রামের নিচে তিস্তা উপত্যকা— পান্না সবুজ নদী বয়ে যায় দূরে, আর তার ওপর দিয়ে ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘের ভেলা। চারপাশে পাইন, ওক আর রডোডেনড্রনের ঘন জঙ্গল। বসন্তে লাল-গোলাপি ফুলে ভরে যায় পাহাড়। পাখির সংখ্যা অগুন্তি— গ্রেট বারবেট, ভার্ডিটার ফ্লাইক্যাচার, রুফাস সিবিয়া, ফায়ার-টেইল্ড সানবার্ড— সকালে হোমস্টের বারান্দা থেকেই দেখা যায়। রাতে শেয়ালের ডাক আর ঝিঁঝির শব্দ— এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে আসে!

তানিয়াং মূলত লেপচা ও তামাং পরিবারের গ্রাম। এখানে এখনও প্রকৃতি-উপাসনার ছোঁয়া আছে। গ্রামের কোণে ছোট ছোট বৌদ্ধ গুম্ফা আছে, যেখানে লাল-হলুদ প্রার্থনা পতাকা উড়ছে। স্থানীয়রা চাষ করে চা, আদা, কার্ডামম, আর বড় আলু। অনেকে আবার গোরু-মোষও পালে। সন্ধ্যায় গাঁওবুড়ো সবাইকে ডেকে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বসেন, গল্প করেন কাঞ্চনজঙ্ঘার দেবতা মুন-যং-নাম-বু-এর কথা। কেউবা আবার মাঝেমধ্যে গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠে। সে গান লেপচা ভাষায়— সুর যেন পাহাড়-স্পর্শ বাতাসে মিশে যায়! এখানে আসা মানে শুধু ছবি তোলা নয়, নিজেকে ফিরে পাওয়া। যাঁরা সত্যিকারের অফবিট, নির্জন, আর আত্মার সঙ্গে কথা বলার জায়গা খোঁজেন—তাঁদের জন্য তানিয়াং হল শেষকথা। একবার এলে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না।

তৃতীয় দিন: তানিয়াং থেকে ফিক্কালের পথে

তৃতীয় দিনের সকালটা ছিল অন্যরকম। সূর্যের আলো পাহাড়ের চূড়ায় পড়ছে, কুয়াশা ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রাতঃরাশ সেরে বিদায় জানালাম তানিয়াংকে। গাড়ি যখন পাহাড়ের কোলে এগোতে শুরু করল, তখন এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি কাজ করছিল- একদিকে তানিয়াংয়ের শান্তির টান, অন্যদিকে নতুন জায়গা দেখার রোমাঞ্চ। ভাবলাম চারখোলটা ঘুরেই যাই। চারখোল পৌঁছে গাড়ি থামিয়ে ওয়াচ টাওয়ারে উঠতেই মনটা ভরে গেল। সামনে এক বিস্তীর্ণ প্যানোরমিক দৃশ্য! পাহাড় আর জঙ্গলের অপূর্ব মেলবন্ধন! কিছুক্ষণ কাটিয়ে নিচে নামলাম। এদিকওদিক ছড়ানোছিটানো কয়েকটা হোমস্টে। অদূরেই একটা চায়ের দোকান দেখে ঢুকে পড়লাম। চা খাচ্ছি। চোখে পড়ল পরিচিত একটি গাড়ি— একটি XUV 700, পিছনে লাগানো আমাদের কার ওনার্স ক্লাবের স্টিকার! কাছে গিয়ে দেখি, ওরা বিনোদ আর সাগ্নিক— দু'জনই ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। এই অচিন পাহাড়ে হঠাৎ চেনা মানুষের দেখা পাওয়া যেন বাড়ির উষ্ণতার মতো লাগল। সাগ্নিকের আব্দারে দুই গাড়ি একসঙ্গে চলতে শুরু করল।

রেলি নদীর রূপকথা

অনেকটা নেমে এসে প্রথমেই থামলাম রেলি নদীর ধারে। ছোট্ট কাঠের সেতু পেরিয়ে নদীর জলে পড়ল সূর্যের ঝিলিক। পাশে পাহাড়ের প্রতিফলন, নদীর স্রোত, আর ঠান্ডা বাতাস— মুহূর্তটা যেন ফ্রেমে বাঁধা থাকে চিরকাল। আমরা নদীর ধারে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। কেউ ছবি তুলছে, কেউ নদীর জলে পা ডুবিয়ে খেলছে। সময় যেন থেমে গিয়েছিল। আঁকাবাঁকা পথ এগিয়ে গিয়েছে ফিক্কালের দিকে। রেলি নদী থেকে ফিক্কালে যাওয়ার পথ আরও মনোমুগ্ধকর। আঁকাবাঁকা রাস্তা, একপাশে খাদ, অন্যপাশে উঁচু পাহাড়। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে ছোট ছোট দোকান, সেখানে এক বয়স্কা পাহাড়ি মহিলা হাসিমুখে চা দিচ্ছেন। সেই চায়ের গন্ধ, পাহাড়ের হাওয়া আর দৃশ্যের অপূর্ব মিশ্রণ এক অনন্য স্মৃতি হয়ে রইল।

মেঘের খেলায় ফিক্কালের ডাক

দুপুর নাগাদ পৌঁছলাম ফিক্কালেগাঁও। উঠলাম পূর্বপরিচিত আনন্দজির গোল্ডেন আপেল হোমস্টেতে। গাড়ি পার্ক করে ব্যালকনিতে বসতেই এসে গেল চা আর স্ন্যাক্স। এক কাপ গরম চা আর হালকা সূর্যালোক— এতেই যেন সব ক্লান্তি মিলিয়ে গেল।

ফিক্কালেগাঁও: কুয়াশার চাদরে মোড়া এক স্বপ্নগ্রাম

ফিক্কালেগাঁও পৌঁছে মনে হল, মেঘ যেন এখানে নেমে আসে খেলতে। ছোট ছোট কাঠের ঘর, ছাদের উপর ঝুলে থাকা ফুলের টব, আর চারপাশে ওক ও রডোডেনড্রনের বন। তারই মাঝে অর্গানিক সবজির চাষ। এখানকার মানুষজন এখনও বাণিজ্যিকতার ছোঁয়া পাননি।

আমাদের গোল্ডেন আপেল হোমস্টে ছিল পাহাড়ের একদম কিনারায়। এক সময় বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে । বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম— অস্তমিত সূর্যের রেশমি আলো পাহাড়ের গায়ে পড়ছে, নিচে মেঘের গালিচা বিছানো, দূরে পাখিদের দল উড়ছে। ফিক্কালের সন্ধ্যাটা সত্যি একেবারেই ভিন্নরকম! অতর্কিতে কুয়াশা নামে গ্রামজুড়ে। দূরের বাড়িগুলোর আলো সেই কুয়াশার মধ্যে ঝাপসা হয়ে তৈরি করে অবিশ্বাস্য চমৎকার একটি দৃশ্য। সেই মুহূর্তে গ্রামটা যেন হয়ে ওঠে রহস্যময়, শান্ত, অদ্ভুত সুন্দর! আমরা বারান্দায় আড্ডার আসর জমিয়ে বসি। গরম গরম কফিও এসে যায়। সঙ্গে পিঁয়াজ পাকোড়া। বাতাসে বেশ ঠান্ডার ছোঁয়া, গায়ে জ্যাকেট, আর চারপাশে নীরবতা— মনে হয় সময় যেন এখানে থেমে আছে!

হোমস্টের মালিক আনন্দজি আর তাঁর পুরো পরিবার অত্যন্ত আন্তরিক। রাতের ডিনারে দিলেন পাহাড়ি ধাঁচের চিকেন কারি, বাসমতী ভাত, চাষের অর্গানিক আলু-টোম্যাটো সবজি, ডাল আর গরম স্যুপ। বাইরে কুয়াশা ঘিরে ধরেছে পুরো গ্রাম, আর আমরা আগুনের পাশে বসে গল্প করছি— এমন নিস্তব্ধ সৌন্দর্য শুধু পাহাড়ই দিতে পারে।

পরদিন ভোরে জয়ার ডাকে ঘুম ভাঙল। সে খুব উত্তেজিত! দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখি অদূরেই দিগন্ত জুড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা। মুকুটে তার প্রভাতী সূর্যের স্নেহসিক্ত চুম্বন! অপলক তাকিয়ে থাকি সকলেই। কোনও এক পাখির ডাকে সম্বিত ফিরে পাই। গ্রেট বারবেট। ক্যামেরা নিয়ে ছুটি পাখির ছবি তুলতে। ব্রোঞ্জ ড্রোঙ্গো, গ্রে ট্রি পি, লিফ-বার্ড আরও কতরকমের পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে গাছ থেকে গাছে! প্রাণভরে ছবি তুলে ফিরে আসি। ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। পেট ভরে চিকেন মোমো আর তারপর কফি। দুর্দান্ত!

ফিক্কালে থেকে দাড়াগাঁও: মেঘ-পাহাড়ের খেলা

দুপুর বারোটা নাগাদ ফিক্কালেগাঁও থেকে রওনা দিলাম দাড়াগাঁওয়ের উদ্দেশে। পথের ধারে একটার পর একটা মনোরম দৃশ্য। কখনও সূর্যের আলোয় চকচক করছে পাহাড়, আবার মুহূর্তেই কুয়াশা ঢেকে দিচ্ছে সব। একসময় পৌঁছে গেলাম রামধুরা। প্রকৃতির আর এক স্বর্গরাজ্য!

রামধুরা: উত্তরবঙ্গের লুকানো স্বর্গরাজ্য

পাহাড়ের কোলে লুকিয়ে থাকা এক অদ্ভুত নির্জনতার জায়গা রামধুরা— যেন প্রকৃতি নিজের হাতে আঁকা একটা চিত্রকর্ম। কালিম্পং শহর থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে, এই ছোট্ট গ্রামটি পাইন অরণ্যে ঢাকা। উচ্চতা প্রায় ৫০০০ ফুট। নামটি এসেছে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রামায়ণের 'রাম' এবং 'ধুরা' (গ্রাম) থেকে, যা এর প্রাচীনত্বের ইঙ্গিত দেয়। এখানে পর্যটকের ভিড় নেই, শুধু আছে মেঘের খেলা, পাহাড়ের নিস্তব্ধতা আর সেই অপার্থিব সৌন্দর্য যা মন ছুঁয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের এই অফবিট গন্তব্য সম্প্রতি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কারণ, এখানে আসা মানে শহরের কোলাহল থেকে বিদায় নেওয়া, প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়া।

রামধুরা যেন একটা জীবন্ত প্যানোরামিক ভিউ পয়েন্ট। সকালের সূর্যোদয় এখানকার সবচেয়ে মোহনীয় দৃশ্য— কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় রং বদলানোর খেলা দেখলে মনে হয়, যেন দেবতারা নিজেরাই রং ছড়াচ্ছেন! নিচে তিস্তা নদীর সবুজ স্রোত বয়ে চলেছে সবুজ উপত্যকার মধ্য দিয়ে, যা দূর থেকে দেখলে যেন একটা জীবন্ত নদীমাতৃকা। চারপাশে ঘন পাইন বন, সিনকোনা প্ল্যানটেশন (কুইনাইনের জন্য বিখ্যাত, যা ব্রিটিশ যুগ থেকে রয়েছে), আর রঙিন পাখপাখালি আর প্রজাপতির ওড়াউড়ি— সবমিলিয়ে এখানকার প্রকৃতি এক অদৃশ্য জাদু ছড়ায়! মেঘে ঢাকা সকালে বাতাসে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে, আর সন্ধ্যায় কুয়াশা নেমে আসে পাহাড়ের গায়ে, যেন একটা স্বপ্নের পর্দা টেনে দেয়! এখানকার আবহাওয়া মৃদুমণ্ডলীয়— সারাবছরই সতেজ। শরতকালে পরিষ্কার আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা আরও স্পষ্ট। শীতে হালকা ঠান্ডা বাতাসে মন শান্ত করে। তবে বর্ষাকাল এড়িয়ে চলাই ভালো। কারণ, তখন মেঘের পর্দায় দৃশ্য লুকিয়ে যায়। গ্রামের সরল জীবনযাত্রা— টেরেসড খেত, লকডি ঘরবাড়ি, স্থানীয়দের উষ্ণ হাসি— সবমিলিয়ে রামধুরা যেন একটা সময়-থামানোর জায়গা।

গ্রামের বুক চিরে চলেছে সুন্দর পিচ বাধানো পথ। ডান দিকে গভীর অরণ্য। আর বাঁদিকে পাহাড় নেমে গেছে তিস্তার খাদে। সকালবেলায় মেঘমুক্ত আকাশে ঝকঝক করে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এখন তিনি মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছেন। রামধুরা এখনও অপরিবর্তিত— লাগজারি হোটেল নেই, কিন্তু হোমস্টের অভাব নেই। এগুলো পাহাড়ের মুখোমুখি, কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে মুখ করে। তবে বেশিরভাগ হোমস্টে বন্ধ। কারণ, এইসময়

টুরিস্টদের আনাগোনা কম। কিছুক্ষণ রামধুরায় কাটিয়ে আমরা গাড়ি ছাড়লাম।

বারমেক দাড়াগাঁও যেন একটা জীবন্ত ক্যানভাস

পাহাড়ের কোলে, মেঘের চাদরে মোড়া এক নির্জন গ্রাম দাড়াগাঁও— যেন প্রকৃতি নিজের হাতে গড়া একটা স্বপ্নের টুকরো। কালিম্পং জেলার লাভা-গোরুবাথান রুটে অবস্থিত এই গ্রামটি, উচ্চতায় প্রায় ৪০০০ ফুট। সবুজ পাইন বন, ঘন অরণ্য আর ফলের বাগানে ঘেরা। স্থানীয় লেপচা ভাষায় 'দারা' মানে পাহাড়, আর 'গাঁও' মানে গ্রাম—এই নামটি যেন এর অবস্থানেরই সারাংশ। কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব দৃশ্য, তিস্তা নদীর নীল স্রোত, আর দূরে ডুয়ার্স ও তেরাইয়ের সমতল ভূমির প্যানোরামিক ভিউ— সবমিলিয়ে দাড়াগাঁও এক অফবিট পর্যটনের আদর্শ গন্তব্য। শহরের কোলাহল থেকে দূরে, এখানে সময় যেন থেমে যায়, আর মন পায় শান্তির আশ্রয়। স্থানীয়দের কাছে হল 'কাঞ্চনজঙ্ঘার ব্যালকনি'। কারণ, সকালের সূর্যোদয়ে পাহাড়ের চূড়া যেন সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দাড়াগাঁও এক অদ্ভুত জায়গা— এখানে প্রকৃতি নিজের খেয়ালে রং বদলায়। কখনও ঝকঝকে নীল আকাশ, কখনও ঘন মেঘে ঢাকা চারদিক। অবস্থান কাছাকাছি হওয়ায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিচারে রামধুরার সঙ্গে দারুণ মিল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে কাছের গাছপালার মধ্যে ঢুকে পড়ছিলাম। কোথাও পাথর বেয়ে নেমে আসা জলের ধারা, চারপাশে জঙ্গল আর ঠান্ডা বাতাস— মনে হচ্ছিল প্রকৃতির গোপন বাগানে এসে পড়েছি। ফিরে এসে স্থানীয়দের সঙ্গে আড্ডা, এক কাপ দুধ চা, গরম মোমো— পাহাড়ি অতিথিপরায়ণতায় মন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ভরে গেল। সন্ধ্যার আলো যখন ধীরে ধীরে নিভে গেল, তখন মনে হচ্ছিল— এ সফর শুধু চোখের আনন্দ নয়, মনেরও তৃপ্তি।

স্থানীয় সংস্কৃতি: লেপচা-গুরুঙে-তামাং-এর মেলবন্ধন দাড়াগাঁও শুধু প্রকৃতি নয়, এখানকার লোকাল জীবনযাত্রাও মোহনীয়। লেপচা, গুরুঙ আর তামাং জাতির বাসিন্দারা এখানে বাস করেন— তাঁদের জীবিকা কৃষি, পশুপালন আর পর্যটন। টেরেস ফার্মিং-এ তারা কার্ডামম, মিলেট, কমলা, পিয়ার চাষ করে। লেপচা ঐতিহ্যে প্রকৃতি-উপাসনা, মৌখিক লোককথা আর বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণ— গ্রামের চর্তেনগুলোতে প্রার্থনা হয়। স্থানীয়রা তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, নাচ আর গান শেয়ার করে— যা পর্যটকদের সঙ্গে মিশে গ্রামকে আরও জীবন্ত করে। এখানে এসে কয়েক দিন থাকা মানেই স্থানীয় মানুষজনের সাধারণ জীবনের অংশ হয়ে ওঠা, যা শহুরে জীবনের চেয়ে অনেক গভীর!

সফরের শেষ পর্যায়ে ফিরে দেখা

তানিয়াংয়ের নিস্তব্ধতা, ফিক্কালে, রামধুরা আর দাড়াগাঁওয়ের মেঘের খেলা, পাখিদের গান আর মেঘের ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য— এইসব নিয়ে চার গ্রাম যেন আমাদের জীবনের চারটি রং হয়ে রইল। এই ভ্রমণ কেবল কয়েকটি জায়গা দেখা নয়, ছিল আত্ম-অনুসন্ধানের এক যাত্রা। পাহাড়ের কোলে বসে উপলব্ধি করেছি— প্রকৃতি শুধু দর্শন নয়, এক গভীর সাধনা। অবসর জীবনের প্রথম বড় সফর হয়েও এই ট্রিপ আমাদের শেখালো— জীবন থেমে যায় না, যদি মনের ভিতর ভ্রমণ বেঁচে থাকে।

এবার বাড়ি ফেরার পালা। নেমে যাচ্ছি পাহাড় থেকে। বারবার মনে হচ্ছে কিছু একটা ফেলে যাচ্ছি। হয়তো সেই মেঘের স্পর্শ, হয়তো পাহাড়ের নিস্তব্ধতা, হয়তো মানুষগুলোর আন্তরিক হাসি। তানিয়াং, ফিক্কালেগাঁও আর দাড়াগাঁও— তিনটি পাহাড়ি গ্রামের নাম আজ হৃদয়ে খোদাই হয়ে রইল। অবসর জীবনের প্রথম সফরই যেন নতুন জীবনের সূচনা করে দিল— একটি সফর, যা শুধু পথ নয়, নিজেকেও চিনে নেওয়ার গল্প। “ভ্রমণ মানে শুধু দূরত্ব মাপা নয়, ভিতরের আনন্দ খুঁজে পাওয়া।”

কীভাবে ঘুরবেন?

গাড়ি নিয়ে এলে কিভাবে ঘুরবেন তার একটা ধারণা আমার ভ্রমণ কাহিনি থেকে পেয়ে গেছেন। অন্যথা উত্তরবঙ্গগামী যে-কোনও ট্রেন বা বাসে নিউজলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি চলে আসুন। শিলিগুড়ি থেকে তানিয়াং, দাড়াগাঁও, ফিক্কালের দূরত্ব ৭৫ থেকে ৮৫ কিলোমিটারের মধ্যে। শিলিগুড়ি থেকে রিজার্ভ গাড়িতে বা শেয়ার গাড়িতে বা বাসে কালিমপং। ওখান থেকে গাড়ি রিজার্ভ করে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তানিয়াং, ফিক্কালে, রামধুরা, দাড়াগাঁও পৌছে যাবেন।

কোথায় থাকবেন?

রামধুরা ও দারাগাঁওয়ে বেশকিছু হোমস্টে থাকলেও ফিক্কালে আর তানিয়াং-এ হোমস্টের সংখ্যা খুবই কম। আমার পছন্দের তালিকায় সবার ওপরে রামধুরায় খালিং হোমস্টে (মোবাইল: 089275 74265), দাড়াগাঁও-এ অনুমিকা মাঙ্গার হোমস্টে (মোবাইল: 9609916031 / 6295719331).।
ফিক্কালেতে গোল্ডেন আপেল হোমস্টে (মোবাইল: 9434891944). তানিয়াং: বিশ্বরূপ হোমস্টে (মোবাইল 9883391448)

ছবি: লেখক

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কমলেন্দু সরকার

চেনার বাইরে অজানা কোথাও

চারচাকায় চারিদিকের কথা তো শুনলেন। গাড়ি নেই বলে মনখারাপ? একেবারেই করবেন না। বেরিয়ে পড়ুন চেনাছকের বাইরে অচেনাকে চিনে নিতে। খোঁজখবর দিচ্ছেন কমলেন্দু সরকার। এবার ঠিক আছে। চলুন 'দুগগা দুগগা' বলে বেরিয়ে পড়ি। আচ্ছা কোনওদিন মনে প্রশ্ন জেগেছে বাঙালিরা বেরোবার সময় 'দুগগা দুগগা' বলে কেন? এর অর্থ হল 'মা দুর্গা তোমার সঙ্গে থাকুক। উনি তোমাকে রক্ষা করবেন'। এ তো ধান ভানতে শিবের গীত। চলুন শীতের রোদ্দুর গায়ে মেখে ব্যাগ পিঠে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কোথায়? আরে চলুন না, গুড়গুড়িপাল।

গুড়গুড়িপাল! ঠাট্টা করছেন? এমন জায়গার নাম কস্মিনকালেও শুনিনি! আরে শোনেননি বলেই যাওয়া।

গুড়গুড়িপাল

মেদিনীপুর শহর থেকে খুব দূর নয়, কাছেই। তবে আরও কাছে পাথরা গ্রাম। মন্দিরময় গ্রাম। সেসব মন্দির বহুকালের। প্রতিটি মন্দিরেই পঙ্খ আর টেরাকোটার কাজ। তবে দুর্গামন্দিরটি সবচেয়ে সুন্দর শুধু নয়, স্থাপত্যও নজর কাড়ে। কাঁসাই নদীর পাশেই এই গ্রাম। বেশকিছু মন্দির একসময় ঢাকা পড়েছিল নদীর খামখেয়ালিপনায়। তবে সেসব এখন দৃশ্যমান খননের কাজে। জঙ্গলে প্রবেশের আগে মন্দিরগুলি দেখা এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা! মন্দির দেখে গুড়গুড়িপাল অরণ্যের দিকে পা বাড়ালে ঘ্রাণ পাওয়া শালের গন্ধ। রাঙামাটির ধুলোমাখা অরণ্যের পথ জানান দেবে শহর থেকে অনেক দূরে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

AGMARK - GRADE - 1
POWERED BY SHALIMAR'S PURITY STANDARD
যতদিন রন্ধন
অটুট এ বন্ধন...
শালিমার®
CHEF
★★শেফ্ মশলা★★
CUMIN POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
AGMARK
Cumin Powder
A PRODUCT OF INDIA
TURMERIC POWDER COARSE GROUND STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Wt. 500g.
AGMARK
Turmeric Powder
A PRODUCT OF INDIA
RED CHILLI POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Wt. 500g.
AGMARK
Red Chilli Powder
A PRODUCT OF INDIA
CORIANDER POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Qty: 500g.
AGMARK
Coriander Powder
A PRODUCT OF INDIA
শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯২ ই, আলিপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭

গুড়গুড়িপাল অরণ্য পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। শাল, সেগুন, আকাশমণি গাছের ছায়ায় আবৃত এক প্রাকৃতিক রূপ-মাধুর্যে ভরা জায়গা! এখানে একটি ইকো-পার্কও আছে।

গুড়গুড়িপাল অরণ্য কেবলমাত্র শাল, সেগুন, আকাশমণির সমারোহে সুন্দর নয়, একপাশ দিয়ে বয়ে চলা কাঁসাই নদী একে আরও মনোরম করে তুলেছে এখানকার প্রকৃতির রূপমাধুরী!

আগে এখানে হাতি আসত, এখন আর তাদের তেমন উপস্থিতি নেই। তবে ভাগ্য ভালো থাকলে দেখা হয়েও যেতে পারে। দেখা হতে পারে এখানকার বন্য মোরগ, সাপ, বন্য বিড়ালের সঙ্গে। তবে প্রচুর পাখির ডাক কানে আসবে, চাক্ষুষও হতে পারে।

গুড়গুড়িপালের অরণ্যে কেবল বাস নয়, শাল, পিয়াল, আকাশমণির গন্ধ নেওয়া। একঝলক অরণ্যস্পর্শ বাতাস যখন ফুসফুসে প্রবেশ করে তখন মনে হয় এর চেয়ে বেশিকিছু পাওনা নেই। তারপর হঠাৎই শুকনো ঝরাপাতার মসমস শব্দ, চমকে ওঠার পালা! ভাবলেন, হাতি নাকি! না হাতি নয়, সারা জঙ্গল জুড়ে পড়ে আছে ঝরা পাতা, তার ওপর দিয়ে আপনার হাঁটার ছন্দে বেজে উঠবে ঝরে-পড়া শুকনো পাতার সিম্ফনি! গুড়গুড়িপালে যাওয়া যায় প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে। নিঝুম অপরাহ্নে শীতের হাওয়ার ছোঁয়ায় গাছগাছালির সঙ্গ পেতে। প্রিয় মানুষটির সঙ্গে কংসাবতী নদীর পারে বসে ভাললাগার মুহূর্তগুলো ভাগ করে নিতে। নদীর পারে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যার প্রস্তুতি চোখ এড়িয়ে যাবে। গহন শাল, পিয়ালের জঙ্গল, দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, রকমারি পাখির ডাক, অনাড়ম্বর আদিবাসী গ্রাম, অদূরেই চলমান কংসাবতী নদী এবং সর্বোপরি হাতির সাম্রাজ্যের ভয়ংকর অনুভূতি | সব মিলে এক জমজমাট ছুটি কাটানোর জায়গা! একেবারে প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব পর্যটন উদ্যোগ গুড়গুড়িপাল নেচার ক্যাম্প।

কোথায় থাকবেন: গুড়গুড়িপাল নেচার ক্যাম্প, ছ'টি সুসজ্জিত কটেজ টেন্ট আছে, Private Bath (Western), Earthen Cooling system, Side Ventilation Window, থাকা-খাওয়া মাথাপিছু প্রতিদিন: ১৬০০ টাকা। যোগাযোগ: Mobile- 8016861375. থাকা-খাওয়ার বাইরে আলাদা করে টাকা দিলে পাওয়া যেতে পারে: বেলের শরবত, তিলের বড়া, কাড়ানি ছাতুর চাট, পাতা পোড়া চিকেন, হান্ডি চিকেন, খেজুরের রস, মাদল সন্ধ্যা, বন ফায়ার, বারবিকিউ।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Peerless™ | Hospital

DEPARTMENT OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY

Services

- GI endoscopy and colonoscopy
- ERCP with stone extraction/stenting
- Capsule endoscopy
- Fibroscan & ARFI
- Double balloon enteroscopy
- Endoscopic ultrasound
- Advanced endoscopic procedures
- Embolization for GI bleed
- Radio-frequency ablation and TACE for liver tumour
- Oesophageal cancer metal stenting

Best Multi-Specialty Hospital of West Bengal in Gastro Sciences

Business Excellence Awards East - 2025

All India Critical Care Hospital Ranking Survey 2025
1st in East Multi Speciality Hospital

360 Panchasayar, Kolkata 700094
Helpline: 033 4011 1222 | Appointment cell: 033 4033 3333
www.peerlesshospital.com

Like/Follow/Share

কীভাবে যাবেন: কলকাতা থেকে সড়কপথে কমবেশি ১৫০ কিমি | ছ'নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কোলাঘাট, ডেবরা, মেদিনীপুর হয়ে গুড়গুড়িপাল ফরেস্ট। সময় লাগে সাড়ে তিন-চার ঘণ্টা | পুরোটাই ভালো রাস্তা। হাওড়া স্টেশন থেকে মেদিনীপুর লোকাল সকাল ৬.৩০, ৮টার ট্রেন ধরে মেদিনীপুর স্টেশন। সময় লাগে ঘণ্টা তিনেক।

এরপর ভাড়ার গাড়ি, ভাড়া ৭০০ টাকা। সময় লাগবে মিনিট কুড়ি। বাসেও আসা যায়।

এক্সপ্রেস ট্রেন: সাঁতরাগাছি/শালিমার থেকে রূপসীবাংলা এক্সপ্রেস সকাল ৬.২৫/আরণ্যক এক্সপ্রেস সকাল আটটা কিংবা হাওড়া থেকে সকাল ৬.৩৫ ইস্পাত ধরে ঝাড়গ্রাম, স্টেশনের বাইরে পাঁচমাথার মোড় থেকে মেদিনীপুরগামী বাসে উঠে নামতে হবে চাঁদড়া। বাকি চার কিমি জঙ্গলের পথে রিজার্ভ টোটোয় চেপে গুড়গুড়িপাল।

তিনদিন কী করবেন?

প্রথম দিন: গুড়গুড়িপাল পৌঁছে হেঁটে হেঁটে ঘুরুন হাতির অরণ্যে। তারপর টোটোতে গ্রামে গ্রামে ঘুরুন। সূর্যাস্তের আগে পৌঁছে যান নদীর ধারে। কংসাবতী নদীর ওপর সূর্যাস্ত অপূর্ব!

দ্বিতীয় দিন: জলখাবার সেরে বেরিয়ে পড়ুন সারাদিনের জঙ্গলমহল ঘুরতে:

লালমাটির জঙ্গলের পথে পৌঁছে যান কর্ণগড় মহামায়া মন্দির আর ক্ষুদিরামের জন্মস্থান মোহোবনি গ্রামে। এরপর অবশ্যই যাবেন বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন গনগনি। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ মুগ্ধতার আবেশে ডুবে যাবেন। এখান থেকেও সূর্যাস্ত চমৎকার! ফেরার পথে সময় থাকলে একবার ঢুঁ মারতে পারেন বেলপাহাড়ি। ভাল লাগবে। সন্ধে সন্ধে ফিরে আসুন।

তৃতীয় দিন: যদি না আসবার পথে মন্দিরময় গ্রাম পাথরা ঘোরা হয়ে থাকলে তাহলে অবশ্যই চেক আউট করে ঘুরে নেবেন নবাবি আমলের পাথরা। নদীর বুকে নৌকা ভ্রমণ করতে পারেন। যদি শনিবার হয় তাহলে কাছেই পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় পশুর হাট পাঁচখুড়ি হাট ঘুরে নিন। এরপর একই পথে কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

দু'রাত্রি তিন দিনের ভ্রমণের জন্য গাড়ি পাওয়া যাবে মেদিনীপুর অথবা ঝাড়গ্রাম স্টেশন থেকে। গাড়ি ভাড়া

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

As seen in
SHARK TANK INDIA
SEASON 4
Introducing
Nutriplates
by nanighar®
POWERED BY
Shalimar's®
nanighar
nanighar
nanighar
Launching soon!

লোক সংখ্যার উপরে নির্ভর করবে। যোগাযোগ: Gurguripal Nature Camp, Mobile- 8016861375.

ঘরের কাছেই আরশিনগর: গঙ্গার পাড়ে নিশিযাপন

দুজনে কখনও হারিয়ে গেছেন? দুজনে কোনওদিন চুপিচুপি এসে গঙ্গার ধারে বসেছেন? গরমে শীতল বাতাসে স্নান করেছেন কখনও? সারা শরীরে বিলি কেটে গেছে গঙ্গার ঠান্ডা বাতাস? এত জিজ্ঞাসা, কোনও উত্তর নেই। না, না, আপনারা কেন দেবেন! আমি দেব।

সামনেই উন্মুক্ত গঙ্গা। কুলকুল ধ্বনিতে বহমান। পাপহারিণী গঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। এটি আসলে গঙ্গার গুণবাচক শব্দ। এই গঙ্গা মানুষের পাপ এবং দোষ মোচন করে। গঙ্গার জল স্পর্শ বা স্নান করলে স্নান মানুষ পুণ্য অর্জন করে। মানুষের পাপ বা দোষ দূর হয়ে যায়। এ তো ধান ভানতে শিবের গীত হচ্ছে! না চলে যাই শীতের ছোট্ট ছুটি কিংবা Day Out বা দিনের বেড়ানোর কথায়। তবে বলতে পারি এই ঘোরা হবে সেরা গন্তব্য। বুরুল পর্যটন গ্রাম।অনেকেই বলেন, Vilage Tourism-এর সেরা ঠিকানা!

হাতে একেবারেই সময় কম। অথচ মন বলছে 'চল মন ঘুরে আসি, মন ভিজিয়ে আসি'! কিন্তু যাবটা কোথায়! তাহলে ঘুরে আসা যেতে পারে কলকাতার কাছেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বুড়ুলের গঙ্গার ধারে। এখানকার রূপমাধুর্য ভরিয়ে দেবেই আপনাকে।

বড়ুলের ফেরিঘাটে বিখ্যাত হল ফুচকা আর পাপড়িচাট। তবে সবচেয়ে সেরা হল ফেরিঘাট থেকে সূর্যাস্ত। অতীব দৃষ্টিনন্দন সূর্যাস্ত! গঙ্গার দিগন্তে যখন ডুব দেন সূর্যদেব তখন মনে হয় কেউ যেন বস্তা ভরে রুপোর গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে নদীর জলে। ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে তালে নেচে ওঠে মুঠো মুঠো রুপো। ফেরিঘাটের পাশেই সারাবাঁধা নৌকা। কখনও কখনও নদীর বুকে ভেসে যায় ভটভটি। ফেরিঘাট থেকে ভেসে ওপারে যাওয়া যায়। সেখানে রয়েছে বাঙালির অতিপরিচিত ৫৮ গেট, গড়চুমুক।

শুধু কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বুড়ুলের এত নামডাক! না, তা ঠিক নয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে মিশে আছে বুড়ুলের ইতিহাস। উনিশ শতকের শেষদিক থেকে বিশ শতকের প্রথম দিক

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com

Shalimar's®

প্রকৃতির উপহার,
প্রতিটি কাপে!

JUST LAUNCHED

Also available on

amazon Flipkart METRO spencer's SastaSundar app arambagh's FOOD MART Reliance more bigbasket

পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র ছিল বুড়ুল। বিশেষ করে দু'তিনটি ক্ষেত্রে বুড়ুলে ছিল ব্যাপক প্রভাব। একটি, ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব। এই সময় স্থানীয় মানুষজন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। বিশ শতকের বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলন আর তিরিশের দশকের শুরুতে লবণ সত্যাগ্রহ। শোনা যায়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বুড়ুলে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠন দুইই ছিল। ফলে, স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে এখানে।

প্রাকৃতিক রূপমাধুরী লক্ষ করতে করতে কখন যে পৌঁছে গেছেন তার খেয়াল নেই, হঠাৎই একটা বিশাল ঢেউ গঙ্গার তীরে এসে আছড়ে পড়ে, ঢেউ ভাঙার শব্দে সম্বিত ফিরবে। আবার পৌঁছে যাবেন প্রকৃতির মাঝে, প্রকৃতির কাছে!

কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না! ফেরিঘাট থেকে লঞ্চ ধরে চলে যেতে পারেন গঙ্গার ওপারে গড়চুমুক। জায়গার নামটি চেনা চেনা লাগছে কি? চেনা লাগারই কথা। খুবই পরিচিত জায়গা। মনে পড়ছে কী, গতবার শীতে পিকনিক করতে এসে নৌকা নিয়ে ভেসে পড়েছিলেন নদীতে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ডেকে ডেকে উড়ে যাচ্ছিল আকাশপথে। কখনওসখনও পাখির ডানা থেকে উড়ে পড়েছিল পালক। কী সুন্দর তার রং! লঞ্চে ঘুরে চলে আসতে পারেন কিংবা বুড়ুলের কোনও একটি হোটেলে নিশিযাপন করে পরদিন সকালের জলখাবার সেরে ফেরিঘাট থেকে উঠে পড়ুন একটি লঞ্চে। সারাদিন কাটিয়ে পড়ন্ত বিকেলের লঞ্চে উঠে বুড়ুল চলে আসুন। কেননা, আপনার গাড়িটি তো এখানেই রয়ে গেছে। পড়ন্ত বিকেলে লঞ্চে ফেরার একটা উপরি পাওনা আছে-- নদীর বুকে সূর্যাস্ত! এমন দৃশ্য আগে দেখেছেন কিনা অন্তত দুবার ভাববেন! সারাজীবনের অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা নিয়ে নামবেন ফেরিঘাটে!

কলকাতা থেকে বুরুলের দূরত্ব কমবেশি ৪৫-৪৭ কিমি এবং নৈনান রোড দিয়ে পৌঁছতে ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। সবচেয়ে পরিচিত রুট হল শিয়ালদা দক্ষিণ থেকে বজবজ স্টেশন যাওয়ার জন্য আছে লোকাল ট্রেন। স্টেশনে নেমে সরাসরি অটো-রিকশা, টোটো, ই-রিকশা বুরুল যায়। সড়কপথে নিয়মিত বাস যায় ধর্মতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে। শীতকালে অত্যন্ত মনোরম এবং আরামদায়ক। পিকনিক বা নদীর ধারে বেড়ানোর

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com

Shalimar's®

Hydrate and Heal your Skin this Winter

জন্য চমৎকার জায়গা। রাত্রিবাসের জন্য কয়েকটি জায়গা আছে। আশপাশে পাওয়া যায়। সামান্য খাবারদাবার সঙ্গে রাখলে ভাল।

কীভাবে যাবেন: কলকাতা থেকে বুরুলের দূরত্ব কমবেশি ৪৫-৪৭ কিমি এবং নৈনান রোড দিয়ে পৌঁছতে ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। সবচেয়ে পরিচিত রুট হল শিয়ালদা দক্ষিণ থেকে বজবজ স্টেশন যাওয়ার জন্য আছে লোকাল ট্রেন। স্টেশনে নেমে সরাসরি অটো-রিকশা, টোটো, ই-রিকশা বুরুল যায়। সড়কপথে নিয়মিত বাস যায় ধর্মতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে। শীতকালে অত্যন্ত মনোরম এবং আরামদায়ক। পিকনিক বা নদীর ধারে বেড়ানোর জন্য চমৎকার জায়গা। রাত্রিবাসের জন্য কয়েকটি জায়গা আছে। আশপাশে পাওয়া যায়। সামান্য খাবারদাবার সঙ্গে রাখলে ভাল।

বুড়িখোলা নামেই বুড়ি, একেবারে ভরা যৌবনবতী

ডুয়ার্সে নিত্যনতুন এক-একটি নতুন নতুন দরজা খুলছে। প্রতিটি জায়গায় অত্যন্ত মনোলোভা। তেমনই একটি সন্ধান পাওয়া গেল। খুব বেশিদিন হয়নি বুড়িখোলার নাম জেনেছেন ভ্রমণপিয়াসী মানুষেরা। খোলার অর্থ নদী। এ নদী এমন জল চাইলে জল দেবে দু'হাত ভরে। নদীর নাম বুড়ি। তাই নাম হয়েছে বুড়িখোলা। অবিরাম অবিশ্রান্ত বয়ে চলে এ-নদী। নদীর বুকে পড়ে থাকা উপলখণ্ডে মৃদু বাধা পেয়ে নাচতে নাচতে চলে যায় কোনও এক নদীর বুকে। তখন বুড়িখোলা হয়তো তার নামটি হারিয়ে ফেলে। তখন আরও দুরন্ত গতি, একেবারে ভরা যৌবনবতী। ডুয়ার্সে নিত্যনতুন জায়গার কথা কানে আসে। বুড়িখোলা তেমনই একটি। একটি ঠিকানা থেকে আর এক ঠিকানায় গন্তব্য হয়। আর যাঁরা বেড়াতে ভালবাসেন তাঁরা জানেন বা বিশ্বাস প্রকৃতির রূপমাধুরী কখনও একা উপভোগ করতে নেই, আর অনেকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। অনেকটা ভাগ করে খাওয়ার মতো। তাতে স্বাদ বাড়ে। প্রকৃতির সৌন্দর্য তাই ভাগ করে নিতে হয় সকলের সঙ্গে। স্থানীয় মানুষজনেরও অনেকটা আর্থিক সুরাহা হয়। তবে প্রকৃতির কাছে গেলে তার সৌন্দর্য যেমন দুচোখ ভরে দেখতে হবে, তেমনই পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখাও প্রত্যেকের কর্তব্য। তাই নোংরা করবেন না, প্ল্যাস্টিক বর্জন করবেন প্রকৃতির বুকে।

বুড়িখোলার রূপমাধুরীর রসে প্রতিটি ভ্রামণিক মুগ্ধ হবেনই এ-কথা হলফ করে বলা যায়। বিশেষ করে যাঁরা নীরবতা নির্জনতা পছন্দ করেন, তাঁদের। আর যাঁরা প্রকৃতি পাখি বন্যপ্রাণী ইত্যাদি সবকিছুই নিয়ে বেড়াতে ভালবাসেন বা পছন্দ করেন তাঁদের কাছে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

24/7
SERVICE
LSG MULTISPECIALITY
HOSPITAL
আপনার স্বাস্থ্য
আমাদের সম্পদ
NADIA'S No.1
Multispeciality Hospital
স্বাস্থ্য সাথী ও অন্যান্য
Health Scheme
সুবিধা আছে। *
স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা
স্বল্প খরচায় সব রকম রোগে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
সব অপারেশনের ব্যবস্থা আছে
X-ray, ব্লাড টেস্ট ও অন্যান্য টেস্টের সুবিধা আছে
+91 98368 04935
পূর্ব নোয়াপাড়া নদীয়া
রানাঘাট ৭৪১৫০১

তো সোনায় সোহাগা। হাতির দল প্রায়ই বুড়িখোলায় জল খেতে আসে। দেখা যায় হরিণ-হরিণীর চাঞ্চল্য! ময়ূরের ডাক আর উড়ে যাওয়া চোখে পড়বে! আর নাম না-জানা পাখির ডাক সাক্ষাৎ আর তাদের ডানা মেলে গাছগাছালির ফাঁকে দিয়ে উড়ে যাওয়া কিংবা আকাশপথে উড়াল দেওয়া!

শান্ত, ছিমছাম রূপকথার মতো সৌন্দর্য জায়গা! চা-বাগানের সবুজ, বিশাল বিশাল গাছগাছালি, আর বেবাক উন্মুক্ত প্রান্তর-- চোখ জুড়িয়ে যাবে! আর আপন-খেয়ালে এমন সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কখন যে পৌঁছে যাবেন বুড়িখোলার হোম স্টে-তে তা বুঝতেই পারবেন না! হোমস্টের সামনে দিয়েই আপন-বেগে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী। কখনওসখনও দেখা যেতে পারে হাতির পাল চলেছে। শোনা যায়, নদীর ধারেই শাকামের জঙ্গল। হাতিদের বাড়িঘর সেখানেই।

তাহলে কী ঘুরে আসা যেতে পারে শাকামের জঙ্গল, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া ইত্যাদির জঙ্গলে? কারওর কারওর মনে হতেই পারে, অরণ্যপথে তো এলাম আরও দু'তিনটে দিন যখন আছি আবার পরে কোনওদিন জঙ্গলে যাওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, পারেই তো। মন না চাইলে, রওনা দিন লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, পাপড়খেতি। ভাল লাগবে। প্রকৃতির আঙিনায় কয়েকটি দিন কাটানোর অর্থ চোখের আরাম, বুক ভর্তি অক্সিজেন।

থাকবেন কোথায়: এখান একটিমাত্র থাকার জায়গা। বুড়িখোলা ইকো টুরিজম হোমস্টে। তাই থাকতে হলে আগে থেকে বুকিং করে আসাই ভাল। নইলে ঘর না-ও পাওয়া যেতে পারে। এ ধরনের অফবিট জায়গায় যেহেতু থাকার আশ্রয় কম, তাই মাস দুই-তিন আগে থেকে বুকিং করে নেওয়াই ভাল। যোগাযোগ: 7001179775/7811833241. মাথাপিছু

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com

Shalimar's®

স্বাস্থ্যসচেতন
মানুষের প্রথম পছন্দ!

প্রতিদিন থাকা-খাওয়া ১৫০০ টাকা।

কীভাবে যাবেন: শিয়ালদা থেকে কাঞ্চনকন্যা ধরে মালবাজার (নিউ মাল)। সেখান থেকে ছ'কিমি সনগাছি টি এস্টেট। তারপর দু'কিমি জঙ্গলের রাস্তা ধরে বুড়িখোলা। ভুট্টাবাড়ি থেকে পাঁচ কিমি জঙ্গলের রাস্তা ধরে বুড়িখোলা।

ঘরের কাছেই তপোবন

ঘরের কাছেই তপোবন, বাল্মিকীর আশ্রম। না, ইনি নতুন কোনও ঋষি নন। যিনি 'রামায়ণ'-এর রচয়িতা। চমকে উঠলেন! ঘণ্টা চারেক লাগবে সেখানে যেতে। রহস্য না-রেখে বলি, একাধিকবার ঝাড়গ্রাম গেছেন কিন্তু তপোবন? যাননি কিংবা ঠোঁট উল্টে বলবেন, 'নামই শুনিনি।!' অথচ ঝাড়গ্রাম থেকে রামায়ণের তপোবন যাত্রা মাত্র ঘণ্টা দুই।

তপোবনের আশপাশের জঙ্গলে সাহস দেখিয়ে ঢুকবেন না। হাতি আচমকা হাজির হতে পারে। আশ্রমের চারপাশে অরণ্য, সেখানে হাতির বাস। বহু হাতি। তাই বাল্মীকির আশ্রমের প্রবেশপথেই সতর্কবার্তা-- আশপাশের জঙ্গলে ঢুকবেন না। হাতির মুখোমুখি হতে পারেন। তবে অরণ্যে প্রবেশ করলেই যে হাতির দেখা মিলবে তেমন নয়, লালমাটির রাস্তায় দেখা মিলতে পারে হাতির। হরিণও আসে, আশপাশে ঘোরাঘুরি করে! হরিণের দেখা আনন্দের হলেও হাতির মুখোমুখি না-হওয়াটাই ভাল।

আমারই তো বাল্মীকির আশ্রম থেকে ফেরার পথে হলাম হাতির মুখোমুখি! একটি বিশাল চেহারার দাঁতাল হাতি রাস্তা পেরোবার জন্য তৈরি। তার পিছনে একদল হাতি। হাতিরপাল তাড়াতে তৈরি হুল্লা পার্টিও। তাড়া খেয়ে হাতির দল পিছু হটতে হটতে পুনরায় অরণ্য-গভীরে।

যাইহোক, তপোবন প্রবেশের মুখে আমাদের ড্রাইভার সন্তু বললেন, "দাদা, তপোবন পৌঁছে গেছি।" বেশ ঘন জঙ্গলের মাঝে রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকির আশ্রম। একসময় এখানেই দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হয়েছিলেন। 'মরা মরা বলতে বলতে রাম রাম উচ্চারণ করেছিলেন দস্যু রত্নাকর। বাল্মীকির আশ্রমটি খুব

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Nestlé
Good food, Good life
Nestlé
Milkmaid
Nestlé
Milkmaid
100
recipes @
www.milkmaid.in
Suggested recipe
100
recipes @
www.milkmaid.in
Create Sweet Stories

বড় জায়গা নিয়ে না-হলেও বিশাল অরণ্যানীর মাঝে। এই অরণ্যেই পাঁচমাসের গর্ভবতী সীতা এসেছিলেন বনবাসে।

অরণ্যের মাঝে তপোবনে আছে সীতার পর্ণকুটির। সেই পর্ণকুটির বর্তমানে সাদা রঙের মাটির বাড়ি। বাড়িটি মাটির। পাশেই বাল্মীকির সমাধি। প্রয়াণের পর তাঁকে এখানেই সমাহিত করা হয়। লব-কুশের আঁতুড়ঘর। এই আঁতুড়ঘরেই আগুন জ্বেলে দুই পুত্রসন্তানকে আগুনের সেক দিতেন সীতা। সেই আগুন আজও জ্বলে। যাঁরাই যান একটা করে কাঠ দেন ওই আগুনে। তার সামনেই অশ্বমেধের ঘোড়া বেঁধে রাখার জায়গা। এখানেই রামচন্দ্রের অশ্বমেধের ঘোড়া বেঁধে রাখে লব-কুশ। পরবর্তী সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল লব-কুশের। সবগুলোই গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। আর পুরো জায়গাটি বিশাল বিশাল গাছে আচ্ছাদিত। রোদ্দুর এসে পড়ে গাছগাছালির ফাঁকফোকর পেরিয়ে! শোনা যায়, বহুরকম পাখির ডাক। নিমেষে বদলে যায় পরিবেশ! চমৎকার লাগে বাল্মীকির আশ্রম।

আশ্রম দেখার ফাঁকে সর্বদাই গা-ছমছম করে। মনে হয়, এই বুঝি হাতি এসে সামনে পথ রোধ করে দাঁড়াল। আগেই বলেছি, এই জঙ্গলে প্রচুর হাতি। সতর্কবার্তাও আছে আশ্রমে প্রবেশ পথে! স্থানীয় কেউ কেউ বললেন, "হরিণ, বুনো শুয়োরও আছে। তবে আশ্রমের চৌহদ্দিতে হাতি আসে না।"

সরু একফালি নদীর ওপর কালভার্ট পেরিয়ে তপোবনে ঢুকেই প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে বড় গোলাকৃতি এক জায়গায়। ওখানে নাম সংকীর্তন হয়। ঠিক তার সামনে লব-কুশের আঁতুড়ঘর। সেখানে জ্বলছে অখণ্ড ধুনি বা সীতাকুণ্ড। আগেই বলা আছে, যে-ধুনির আগুনের সেক মা সীতা তাঁর দুই পুত্রসন্তান লব আর কুশকে দিতেন জন্মের পরবর্তী সময়ে। তারপর সেই জলন্ত ধুনির সামনে বসে থাকতেন বাল্মীকি। সেই ধুনি আজও জ্বলছে সমানে। যিনি যান তিনিই একটি কাঠ দিয়ে আসেন ওই অগ্নিকুণ্ডে। না, এখানে টাকাপয়সার কোনও চাপ নেই। কেউ দান দিতে চাইলে দিতে পারেন, ইচ্ছা না-করলে না-ও দিতে পারেন। কাঠ দেওয়ার সময় ওখানকার এক সন্ন্যাসী জয়ন্ত বেরা যজ্ঞের মন্ত্রপাঠ করেন। সবচেয়ে ভাল লাগল এই ভদ্রলোকের কোনও ভড়ং নেই। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তিনি কোনওরকম সন্ন্যাসজীবনের ভিন্ন নাম নিতে অপারগ। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সন্ন্যাসজীবনে নাম কি? উনি বললেন, "জয়ন্ত বেরা। আমি আলাদা কোনও নামে বিশ্বাস করি না। আমি পৃথিবীতে এসেছি যে-নামে সেই নামেই পরিচিত থাকতে চাই।" না, এঁর কোনও চাহিদা নেই। যজ্ঞের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

LAKMĒ SALON

FOR HIM AND HER

#RunwayToEveryday

Lords More

182, Prince Anwar Shah Rd, Unit 1A - Lords More Kolkata, (WB).

Contact for more OFFERS

8420173693

মন্ত্রপাঠের পর কেউ খুশি হলে কিছু অর্থ দিলে প্রণামীর থালায় রাখতে বলেন। আর অগ্নিকুণ্ডের ভস্মের টিকা দেন কপালে। আর কেউ চাইলে কিছুটা ভস্ম দেন আর বলেন, "স্নান করার পর শুদ্ধ মনে কপালে টিপ দেবেন ভস্মের। মঙ্গল হবে, ভাল হবে।"

আশ্রম চত্বরে পা রাখার মুখেই তপেশ্বর শিবমন্দির। শিবমন্দিরের কথা আসতেই মনে পড়ে গেল কাছেই মাত্র তিন-চার কিমি দূরে রামেশ্বর শিবমন্দির। এই রামেশ্বর মন্দির ঘিরে প্রচলিত বহু জনশ্রুতি বা কিংবদন্তি। এসব চালু থাকারই কথা। চারিপাশে বেবাক ফাঁকা গভীর অরণ্যের মাঝে কেন এই মন্দির! বিস্ময় জাগে তো বটেই! সেকালে তো জঙ্গল আরও গভীর ছিল। দিনের আলোয় হয়তো পৌঁছত না অরণ্যভূমিতে। এখনও তো পৌঁছায় না কোনও কোনও জায়গায়। যাক সেসব কথা। রামেশ্বর শিবমন্দির আর রামচন্দ্রকে ঘিরে যে-পৌরাণিক কিংবদন্তি চালু আছে সে-প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

রামেশ্বর মন্দির ঘিরে যে কিংবদন্তি চালু-- চোদ্দোবছর বনবাসকালে রামচন্দ্র সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে এখানে ছিলেন। এখানকার অরণ্য বাসের মধ্যে একদিন ছিল শিবরাত্রি। চারিদিকে কোনও শিবমন্দির নেই। সীতা পড়লেন মহাআতান্তরে! তিনি কোনও গতিক না-দেখে নদীর ধারে বালি দিয়ে তৈরি করলেন বারোটি শিবলিঙ্গ। প্রতিষ্ঠা করে পুজো করেন শিবের। পুজো শেষে সীতা দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাসিয়ে বা বিসর্জন দেওয়ার উদ্যোগ করতেই শোনা গেল এক দৈববাণী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার। রামচন্দ্র স্মরণ করলেন দেব কারিগর সৃষ্টির ঈশ্বর বিশ্বকর্মাকে। রামায়ণে একাধিক সৃষ্টির কীর্তি আছে বিশ্বকর্মার। তিনি নির্মাণ করলেন এই মন্দিরের। রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দির তাই নাম হল 'রামেশ্বর'।

রামেশ্বর শিবমন্দিরের নির্মানচাতুর্য মুগ্ধ করে, অবাকও করে! মন্দিরের গর্ভগৃহে কোনও জানলা নেই। সূর্যোদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই তৎক্ষণাৎ সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হয় শিবলিঙ্গ।

স্থানীয়দের বিশ্বাস, এই তপোবনেই ছিল দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হয়ে ওঠার সব কাহিনি। একজন তো বললেন, "দেখুন, এখনও কত বড় বড় উইয়ের ঢিপি রয়েছে চারিদিকে।" উইঢিপিরই তো আর এক নাম বল্মীক, বল্মীক থেকেই তো বাল্মীকি। এই তপোবনের পাশ দিয়েই বয়ে যেত সুবর্ণরেখা নদী। প্রাকৃতিক কারণে সেই নদী সরে গেছে দু'তিন কিমি দূরে। এখন একটা বড় নালার মতো বইছে সুবর্ণরেখা। যদিও সন্ন্যাসী জয়ন্ত বেরা বললেন, "এটা মালিনী নদী।" তারপর তিনি স্মৃতি নিংড়ে অবন ঠাকুরের 'শকুন্তলা' থেকে বললেন, "এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল— ছোট নদী মালিনী।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

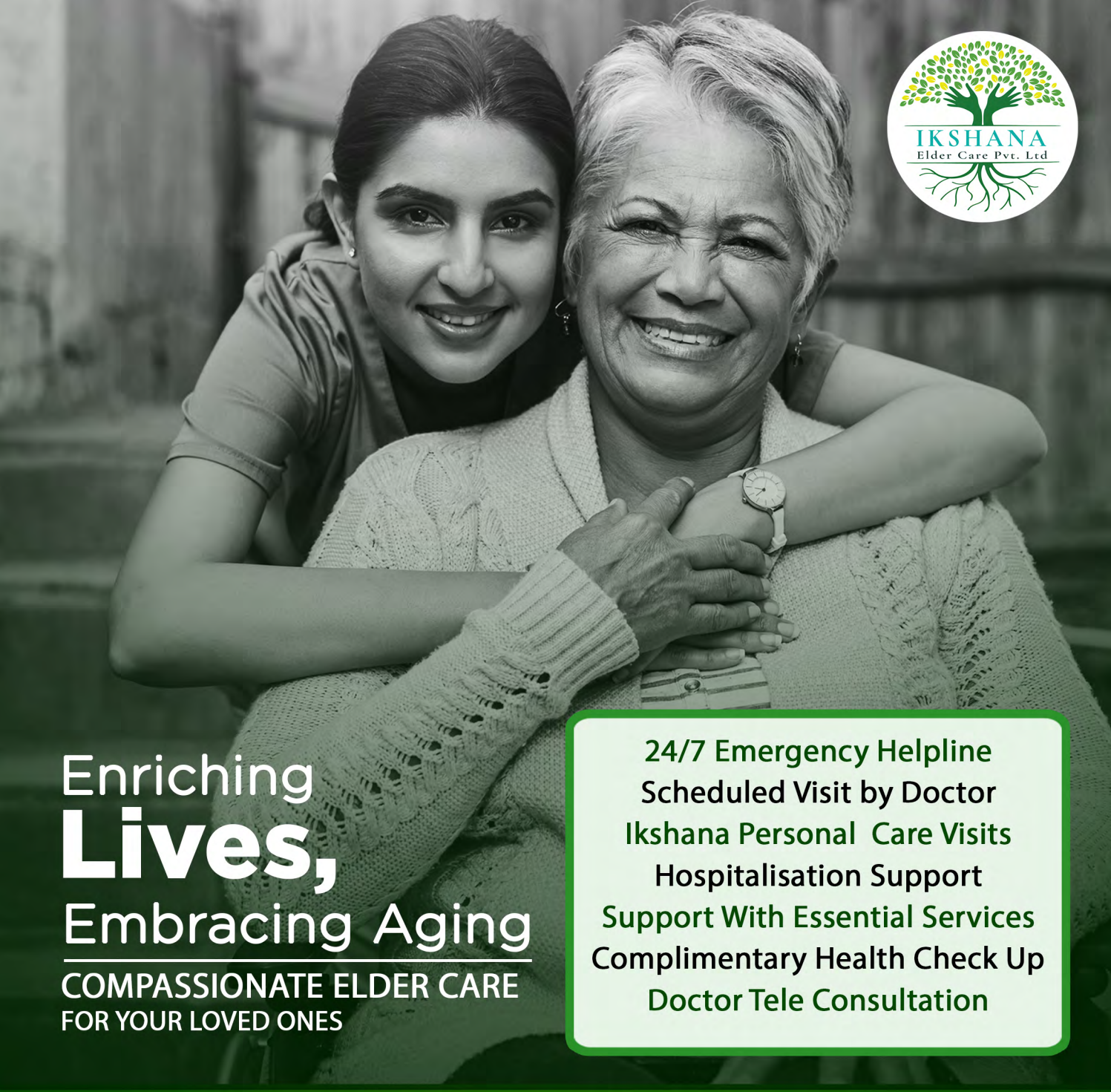

IKSHANA
Elder Care Pvt. Ltd

Enriching
Lives,
Embracing Aging

COMPASSIONATE ELDER CARE
FOR YOUR LOVED ONES

- 24/7 Emergency Helpline
- Scheduled Visit by Doctor
- Ikshana Personal Care Visits
- Hospitalisation Support
- Support With Essential Services
- Complimentary Health Check Up
- Doctor Tele Consultation

9147372091 / 92

IKSHANA
Elder Care Pvt. Ltd

www.ikshanaeldercare.com

মালিনীর জল বড়ো স্থির— আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া— সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া।”

মালিনী হোক বা সুবর্ণরেখা, বড় নালার মতো নদী বইলেও, তার জল বেশ স্বচ্ছ! সেই জলে গাছের ছায়া পড়ে। আকাশ মুখ দেখে। আশ্রমের পিছন দিকেও জলের ধারা, যার নাম সীতানালা। একটির জলের রং হলুদ, অন্যটির কালো। তাই একটির নাম হলুদ ধারা, অন্যটির কাজল ধারা। এই দু'টি নামকরণের পিছনে একটি কাহিনি আছে। সেই কাহিনি শোনালেন রামভক্ত জয়ন্ত, তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন স্থানীয় একজন। কাহিনিটি হল: রামায়ণের কালে এই নদীর জলে মাতা সীতা তাঁর দুই পুত্রসন্তানকে হলুদ মাখিয়ে প্রতিদিন স্নান করাতেন। তাই আজও হলুদ মাখা জল বয়ে চলেছে নিরন্তর। আর অন্য নদীতে লব-কুশের কাজল-মাখা চোখ ধুয়ে দিতেন সীতা। নিজেও কাজল লাগা হাত ধুয়ে নিতেন ওই নদীর জলে। সেই থেকে নদীর জল কাজলকালো। কাছেই তিলক মাটির ঢিপি। এই মাটি দিয়ে যেমন তিলক কাটেন বৈষ্ণবেরা, তেমনই সাবানের মতো ব্যবহার করেন অনেকেই। সীতা তাঁর দুই সন্তানকে মাখাতেন। আর আছে আর একটি ভেষজ। যার পাতা হাতে নিয়ে ডলতে থাকলে চমৎকার গন্ধ বেরোয়। ওই পাতা হাতে নিয়ে ডলে সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহার করতেন সীতা। লব-কুশকে স্নান করানোর পর সীতা ওদের দুজনকে মাখিয়ে দিতেন।

এসব কাহিনির ভিতর কতটা সত্য বা কল্পনা, তা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে না ওই প্রাকৃতিক রূপ-মাধুর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে! বরং ভাবতে বেশ লাগে! ঘোরাঘুরির সঙ্গে ওইসব কাহিনি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় গভীর শাল-পিয়ালের অরণ্যে পাখির ডাকের সঙ্গে মিশে! কল্পনায় পৌঁছতে ইচ্ছে করে সেই রামায়ণ কালে।

কীভাবে যাবেন: ঝাড়গ্রাম শহর থেকে কমবেশি ৫০ কিমি। ভাড়া গাড়িতে যেতে হবে। দরদস্তুর করে গাড়ি নেবেন।

থাকবেন কোথায়: ঝাড়গ্রামে একাধিক ভাল হোটেল আছে। নইলে জঙ্গলে চমৎকার সব রিসর্ট গড়ে উঠেছে। থাকতে পারেন, অন্যরকম লাগবে। ভাড়া

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আকাশ ৮
বাংলার নিজের চ্যানেল
একই স্বাদ
আরও কাছের ঠিকানায়!
রাঁধুনী এখন
platform8
অ্যাপেও!

পকেটসাধ্য। ঝাড়গ্রাম থেকে নানান জায়গায় যাওয়া যায়: খ্যাঁদারানি, ঘাগরা ঝরনা, কনক দুর্গা মন্দির, তারাফেনি ইত্যাদি ইত্যাদি।

মানাবাড়িতে হারিয়ে যেতে নেই মানা

নামে মানাবাড়ি, কিন্তু এখানে কোনওকিছুতেই মানা নেই। বরং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করুন। ঘিস নদীর ধারে গলা ছেড়ে মুক্তকণ্ঠে গেয়ে উঠুন, 'আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'। হ্যাঁ, হারিয়ে যান একা, নয়তো প্রিয়জন সঙ্গে অপার প্রকৃতির মাঝে!

ডুয়ার্স হল সৌন্দর্যের খনি। সেই খনির একটা অংশ মানাবাড়ি! অপূর্ব একটি জায়গা মানাবাড়ি। ঘিস নদীর ধারে। ওদলাবাড়ি হয়ে যেতে হবে। যাওয়ার পথে শুধুই চা-বাগান। আর চা-বাগানের সৌন্দর্যের কথা নতুন করে বলার নেই। মানাবাড়ি টি এস্টেটটিও বিশাল!

মানাবাড়ি এমন একটি জায়গায় যেখানে খুশি যাওয়া যায়। যেমন, বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় পাহাড়ি জায়গা দার্জিলিং, ঘণ্টা আড়াইয়ের পথ। কাছেই লাভা, লোলেগাঁও, ঝান্ডি ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকী, সকালে জলখাবার খেয়ে সারাদিন গ্যাংটক কাটিয়ে ফিরে আসুন মানাবাড়ি। যেখানে থাকবেন সেখানেই বলুন তাঁরা গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবেন। গাড়ি বড়, চিন্তা নেই। আশপাশে একাধিক চা-বাগান।

মানাবাড়ি চা-বাগানে ঘুরুন, ভাল লাগবে। তবে সামলে-সুমলে। এই কিছুদিন আগেই মানাবাড়িতে একটি লেপার্ড গাছে উঠে গেছিল। না, কোনও পর্যটকের ঘাড়ে ওঠার খবর এখনও পর্যন্ত নেই। বলে রাখি, হাতির দর্শন হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয়। রিসর্টের আশপাশে কখনও কখনও ঘুরে যায় গজরাজ। রিসর্টের চারিদিক উঁচু, তাই ঢুকে পড়ার কোনওভাবেই সম্ভব নয়। প্রচুর পাখি আছে।

আপনাকে বা আপনাদের শীতের ছোট ছুটি কাটাতে মানাবাড়ির নাম suggest করছি, তবে ছোট্ট করে বলে রাখি ঘোর বর্ষায় এখানকার রূপ আরও মোহময়! সেইসময় ঘিস নদী ভরা যুবতী। দূরে পাহাড়ের গায়ে জলভরা বর্ষা-মেঘের আনাগোনা দেখতে দারুণ লাগে। ঘরে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দেখতে পাবেন স্বপ্নের মতো দৃশ্য! শীতে ঘিসের হালকা স্রোত হয়তো পাবেন। কিন্তু নদীর রূপ-মাধুর্যের এতটুকু ঘাটতি পাবেন না। রিসর্টের সামনে উন্মুক্ত ঘিস তার রূপ-লাবণ্য মেলে ধরেছে। ঘিস নেমে আসছে পাহাড় থেকে। তাই থাকবার জায়গায় চারিপাশে পাহাড়ঘেরা ঘিস নদী দেখতে বড়ি ভাল লাগবে!

ডুয়ার্সের একেবারে offbeat জায়গা মানাবাড়ি। অনেকেরই চেনা জায়গা গরুমারা অভয়ারণ্য। তার কাছেই এই মানাবাড়ি। বহুদিন আগে হয়তো এসেছিলেন। আর একবার ঝালিয়ে বা স্মৃতি রোমন্থন করতে ঘুরে আসুন গরুমারা। নয়তো পাহাড়ি গ্রামের অপরূপ সৌন্দর্যর রস নিতে গ্রামের পথে পথে হাঁটুন, ভাল লাগবে। কাছেই ডামডিমের Buddhist Studies Research Centre. সেখানে চমৎকার সাজানো-গোছানো মনাস্ট্রিও আছে। আগেই বলেছি হাতি, লেপার্ডের কথা। তাদের দেখা মিলতে পারে ভাগ্য সহায় হলে!

কোথায় থাকবেন: মানাবাড়ি গ্রিন রিসর্ট: দুজনের জন্য খাওয়া-থাকা সমেত ৫২০০ টাকা। একজনের জন্য

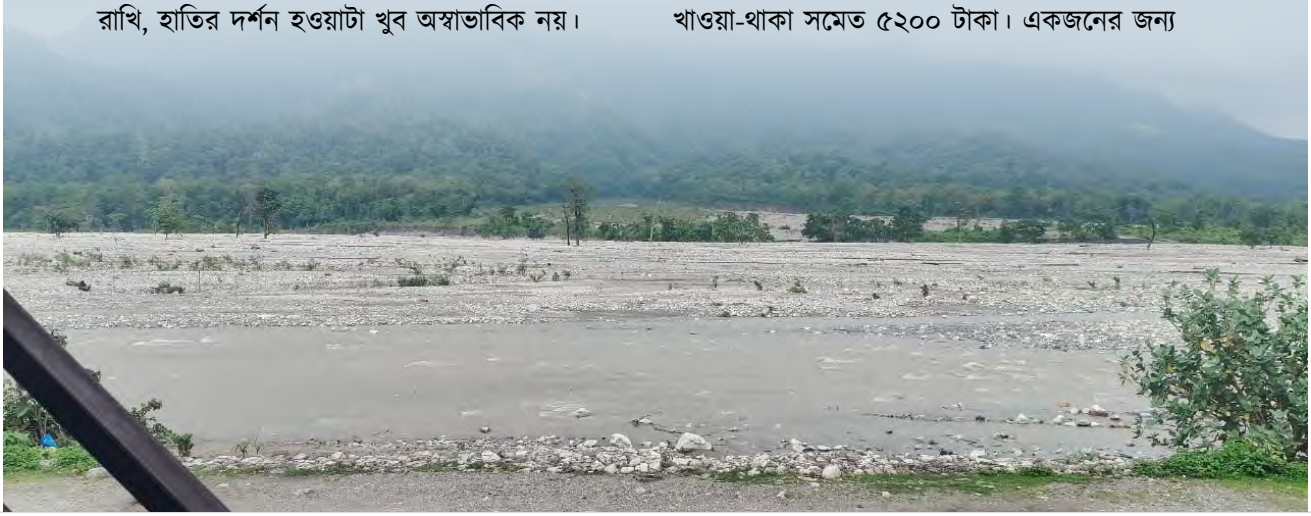

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

৪২০০ টাকা।
যোগাযোগ: Mobile- 98306 07655.

বনপময়ূরী ইকো রিসর্ট: সিজনে মাথাপিছু প্রতিদিন থাকা-খাওয়া ১৫০০ টাকা। অফ সিজনে ১৩০০-১৪০০। গরমে এসি এবং শীতে গিজারের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ: Mobile- 82406 38499/6292222111.
কীভাবে যাবেন: শিয়ালদা থেকে এনজেপি রেলস্টেশন নেমে মানাবাড়ি কিংবা নিউ মাল জংশন নেমে মানাবাড়ি। মাল থেকে অনেক কাছে মানাবাড়ি। রিসর্টে বলে রাখলে ওঁরা গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।

প্রেম করতে হলে জয়ন্তীর সঙ্গেই

না, না, এ জয়ন্তী কোনও নারী নয়, তবে নারী। ভাবছেন এ কেমন উদ্ভট কথা। কিন্তু একেবারেই নয়। নারী হল প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির সঙ্গেই প্রেম করার কথা বলছি। বক্সা টাইগার রিজার্ভের মধ্যেই এই জয়ন্তী। এখানকার রূপমাধুরীতে মজেননি এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। কম কেন, নেই বললেই চলে। অরণ্য, নদী, পাহাড়, বন্যপ্রাণ--- সবমিলিয়ে দুরন্ত সুন্দরী জয়ন্তী!
জয়ন্তীর সৌন্দর্য অবর্ণনীয়! নদী, পাহাড়, অরণ্যের ত্রিবেণীবন্ধনে জয়ন্তীতে যোগ হয়েছে ঝরনা আর ওয়াইল্ড লাইফ! জয়ন্তীকে ভাল না বেসে পারবেন না এ-কথা হলফ করে বলা যায়। তাই তো প্রেম করতে হলে জয়ন্তীর সঙ্গেই।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় জয়ন্তী নদীর তীরে তার রূপমাধুরী যে আমাদের ব্যস্ত শহুরে জীবনে যে বনলতা সেনের মতো দু'দণ্ড শান্তি দেবে এ আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না। বক্সা জাতীয় উদ্যানের অন্যতম দর্শনীয় স্থান জয়ন্তী। জয়ন্তী নদীতে জল তেমন না-থাকলেও তার সাদা নুড়িপাথরের চিরন্তন সৌন্দর্য অবাক করে দেয়!
জয়ন্তীতে যাওয়ার পথে হাতি, ময়ূর, হরিণের দেখা পাওয়া বেশ চেনা একটি দৃশ্য! এখানকার প্রাকৃতিক রূপ-মাধুর্য উপভোগ করা সারাজীবনের এক অভিজ্ঞতা! অরণ্যের ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

যায় ছোটা মহাকাল আর বড়া মহাকাল। এই যাওয়াটা অপূর্ব, এক অবর্ণনীয় অনুভূতি! স্বচ্ছতোয়া নদীর জলে মাছেরা খেলে বেড়ায়। দাঁড়িয়ে পড়লে পায়ে এসে ঠোক্কর দেয়। প্রচুর মাছ নদীতে। আকাশে আর গাছগাছালির মাঝে অসংখ্য পাখপাখালি।

মহাকাল গুহায় শিবের বাস। গুহায় আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি। একটি গুহায় আছেন মহাকালী। মানুষের বিশ্বাস, মহাকাল গুহাটি অতি প্রাচীন এবং শিবের মূর্তিটি স্বয়ং-প্রকটিত। মহাকাল গুহা যাওয়ার সেরা সময় শিবরাত্রি। জায়গাটি সারা বছরই মনোরম। তবে বর্ষাকালের রূপসৌন্দর্য মনকাড়া হলেও এড়িয়ে চলা উচিত কারণ ভয়ংকর দুর্গম হয়ে ওঠে।

হোমস্টে: জয়ন্তী রেসিডেন্সি: এখানে দুরকম ভাড়া চালু আছে। সিজন-- মাথাপিছু প্রতিদিন, থাকা-খাওয়া ১২৫০ টাকা। অফ সিজন-- মাথাপিছু প্রতিদিন ১০০০ টাকা।

যোগাযোগ: Mobile- 98001 47776.

লাবণ্য হোমস্টে: এখানে সিজন বা অফ সিজন বলে কিছু নেই। সারাবছর একইরকম ভাড়া: যদি ঘর ভাড়া নেন তাহলে ১২০০ টাকা, খাওয়ার প্যাকেজ সারাদিন ৬০০ টাকা। আর যদি থাকা-খাওয়া একসঙ্গে চুক্তিতে থাকেন তাহলে মাথাপিছু প্রতিদিন ১১০০ টাকা।

যোগাযোগ: Mobile- 70631 44050.

নীলকণ্ঠ হোমস্টে: যোগাযোগ: Mobile- 81580 35660.

প্রকৃতি হোমস্টে:জঙ্গলের পাশেই এই হোমস্টে। থাকাখাওয়া মাথাপিছু প্রতিদিন ১৩৫০ টাকা। এখান থেকেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় জঙ্গল সাফারি বা ট্রেকিংয়ের ব্যবস্থা। গাড়িপিছু লাগে ১৬০০ টাকা।

যোগাযোগ: 9679141682.

কীভাবে যাবেন:

আলিপুরদুয়ার জংশন বা নিউ আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশনে নামতে হবে, জয়ন্তী যাওয়ার জন্য কাছের স্টেশন। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস-সহ একাধিক ট্রেন যাবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

জলছবি নাকি জলমহল! ছবির মতো সুন্দর

পৌঁছতেই অবাক হওয়ার পালা। এ কী মাণ্ডুর ইতিহাসের সেই বাজ বাহাদুর-রূপমতীর সাধের জলমহল! না, জলছবি। জলছবিই বটে! অপূর্ব রূপ-মাধুর্যে ভরা জায়গাটি। কলকাতার খুব কাছেই। হাত বাড়ালেই রূপকথার রাজ্য। এ-সৌন্দর্যের কোনও তুলনা নেই। চারিদিকে জল আর জলছবি দাঁড়িয়ে আছে ছবির মতো সুন্দর। বাল্যকালের কথা মনে আসে। দশ পয়সার জলছবি সাদা খাতায় তোলা কিংবা নতুন বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায়। সাঁটা ছবিটির দিকে ফিরে ফিরে তাকানো। এই জলছবিও সাঁটা প্রকৃতির বুকে। অবর্ণনীয় এক রূপমাধুরী নিয়ে দাঁড়িয়ে। 'দেখে দেখে আঁখি না ফেরে'। গানটি বারংবার বেজে ওঠে হৃদয় গভীরে!

দিনের শেষে বাড়ি ফেরার পথে মনে হতেই পারে, পিকনিক করে ঠিক মন ভরল না। যদি রাত্রিযাপন করা যেত, বেশ হত! কিংবা এমনও পরে দিন দুই এসে থাকতে হবে। থাকুন না, পিকনিক থেকে বাড়ি না-ফিরে কিংবা আর একবার এসে থাকার পরিকল্পনা নিয়ে। জলছবিতে থাকার জন্য অত্যাধুনিক সব ঘর। কী নেই ঘরে! প্রতিটি ঘরে সবকিছুই মজুত। পিকনিক হয়ে গেলে একবার ঘরগুলো দেখে নিতে পারেন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে। ভাড়া থেকে চার থেকে দশ হাজার টাকা। Complementary ব্রেকফাস্ট, মাছধরা, বোটিং, জ্যাকুচি করার সুবিধা আছে রাত্রিযাপন করা অতিথিদের জন্য।

২৫-৩০ জনের দলের পিকনিকের জন্য লাগবে মাথাপিছু ১৩০০ টাকা সঙ্গে যোগ হবে GST. খাবার জলছবির কর্তৃপক্ষই দেবে। Breakfast থেকে শুরু করে বিকেলের high tea. তাহলে আর দেরি কেন বেরিয়ে পড়া যাক জলছবির দিকে।

থাকবার কথা তো বলেই দিয়েছি। যাবেন কীভাবে: শিয়ালদহ স্টেশন থেকে হাসনাবাদ ধরে হাড়োয়া স্টেশন নেমে বাইরে থেকে গাড়িতে যেতে হবে। সড়কপথে সাপুরজি বা নিউটাউন হয়ে যাওয়া যায়। ডানকুনি-হাড়োয়া সাদা বাস আছে। কথা বলে দেখুন বাসটি পাওয়া যাবে কিনা।

যোগাযোগ: Mobile- 73186 55538/76023 71824.

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

শীতের মরশুমে অন্যরকম নৈশভোজ

মৌমিতা মুখার্জি

শীত মানেই বাজার ভর্তি রঙিন শাকসবজি, কমলালেবু আর নতুন গুড়। হিম পড়া ভোরের রাস্তায় খেজুর রসের পসরা, হাতের বোনের উলের টুপি, মোজা আর পিঠে পুলির মরশুম। আর সারাদিনের ব্যস্ততা শেষে রাতে ডাইনিং টেবিলে জমে ওঠা নৈশভোজের আড্ডা, সঙ্গে থাকে ধোঁয়া ওঠা নানা রকমের পদের মোহময়ী আবেদন। ঠান্ডা কনকনে হাওয়া, সোফাতে চাদর চাপা দিয়ে গল্পগুজব আর এক প্লেট গরম গরম খাবার; এর চেয়ে বেশি আরামদায়ক মুহূর্ত আর কী-ই বা হতে পারে!

তবে সেই একঘেঁয়ে পদ নয়, এবার শীতের নৈশভোজে আমরা চাই স্বাদের নতুনত্ব। বাঙালি রান্নার চিরচেনা স্বাদকে সঙ্গী করে, তার সঙ্গে কিছু ভিন্ন ভাবনা। স্টার্টার থেকে মেইন কোর্স, আর অবশ্যই মিষ্টি কিছুও। চলুন, রাতের টেবিল সাজিয়ে ফেলি এক অন্যরকম নৈশভোজের আয়োজনে, যেখানে প্রতিটি পদ হবে উষ্ণতা আর স্বাদের নিখুঁত মেলবন্ধন। Bon Appétit!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

চিকেন উইথ বেবি-কর্ন এ্যান্ড ব্রকলি স্টার ফ্রাই

কী কী লাগবে

বোনলেস চিকেন ৩০০ গ্রাম, লাইট সয়াসস ২ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১.৫ টেবিল চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ, সাদা মরিচ অথবা Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, Shalimar's Sunflower তেল ২ টেবিল চামচ, বেবিকর্ন ৮-১০টি, ব্রকলি ১.৫ কাপ, পেঁয়াজ ১টি, স্প্রিং অনিয়ন ২ টেবিল চামচ, ভাজা চিনাবাদাম ২-৩ টেবিল চামচ, ফারমেন্টেড লঙ্কা পেস্ট ২-৩ চা চামচ, অয়েস্টার সস ১ চা চামচ (ঐচ্ছিক), তিলের তেল ১ চা চামচ, জল/স্টক ২-৩ টেবিল চামচ।

কীভাবে বানাবেন

পাতলা করে কাটা চিকেন সয়াসস, কর্নফ্লাওয়ার, আদা-রসুন বাটা, সাদা মরিচ গুঁড়ো ও লবণ দিয়ে ১০–১৫ মিনিট ম্যারিনেট করুন। কড়াই গরম করে তেলে চিকেন উচ্চ আঁচে ভেজে তুলে রাখুন। একই কড়াইয়ে পেঁয়াজ, বেবিকর্ন ও ব্রকলি টস করুন। চিকেন দিয়ে লঙ্কার পেস্ট, সয়াসস, অয়েস্টার সস ও সামান্য জল দিয়ে ২–৩ মিনিট নেড়ে নিন। শেষে চিনাবাদাম ও তিলের তেল ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ক্লে পট চিকেন

কী কী লাগবে

বোনলেস চিকেন ৩০০-৩৫০ গ্রাম, লাইট সয়াসস ১ টেবিল চামচ, অয়েস্টার সস ১+১ টেবিল চামচ, শাওশিং ওয়াইন বা হোয়াইট ওয়াইন ১ টেবিল চামচ, সাদা মরিচ ১/৪ চা চামচ, Shalimar's Sunflower তেল ২ টেবিল চামচ, আদা স্লাইস কয়েকটি, রসুন ৪-৫ কোয়া কুচি, স্প্রিং অনিয়ন ২ টেবিল চামচ, শিটাকে মাশরুম আধ কাপ, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস ১/৪ কাপ, অয়েস্টার মাশরুম আধ কাপ, ডার্ক সয়াসস ১ চা চামচ, চিনি আধ চা চামচ, ফারমেন্টেড ব্ল্যাক বিন ১-২ চা চামচ, চিকেন স্টক ১/৪ কাপ।

কীভাবে বানাবেন

চিকেনের টুকরো, লাইট সয়াসস, অয়েস্টার সস, শাওশিং ওয়াইন, সাদা মরিচ দিয়ে ১০-১৫ মিনিট ম্যারিনেট করুন। ক্লে পট বা কড়াইতে তেল গরম করে আদা, রসুন ও স্প্রিং অনিয়ন সতে করুন। মাশরুম ও ব্ল্যাক ফাঙ্গাস দিয়ে ২ মিনিট নেড়ে নিন। ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে উচ্চ আঁচে ভাল করে ভাজুন। এরপর স্টক, অয়েস্টার সস, ডার্ক সয়াসস, চিনি ও ফারমেন্টেড ব্ল্যাক বিন দিয়ে ঢেকে সেদ্ধ করুন। ঝোল মাখোমাখো হলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন। চাইনিজ সসেজ থাকলে মাশরুমের সঙ্গে দেবেন। ইচ্ছা হলে শেষে ডিমের কুসুম উপরে বসিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আলেপ্পো বাটার টসড ভেজিস উইথ তাহিনা সস

কী কী লাগবে

স্যামন ফিলে ২০০-২৫০ গ্রাম, মাখন ২ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ১ চা চামচ, চিলি ফ্লেক্স ১/৪ চা চামচ, প্রিজার্ভড লেমন ১ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদমতো, গাজর স্টিক করে কাটা আধ কাপ, ফুলকপি ছোট টুকরো করা আধ কাপ, ক্যাপসিকাম ১/৪ কাপ, পার্ল অনিয়ন ৪-৫ টি, আলেপ্পো বাটার ১ টেবিল চামচ, তাহিনা ১.৫ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, মধু ১ চা চামচ, সামান্য গরম জল, লবণ স্বাদমতো।

কীভাবে বানাবেন

স্যামন মাছ, মাখন, রসুন, চিলি ফ্লেক্স এবং প্রিজার্ভড লেমন দিয়ে দুই পাশ সোনালি হওয়া পর্যন্ত ননস্টিক প্যানে ভেজে নিন করুন। সবজিগুলো হালকা ব্লাঞ্চ করে আলেপ্পো বাটারে টস করুন। তাহিনা, লেবুর রস ও মধু একসাথে মিশিয়ে স্মুথ সস তৈরি করুন। প্লেটে স্যামন সাজিয়ে পাশে রঙিন সবজি দিন, তাহিনা সস ড্রিজল করে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রাইস পেপার প্রন ডাম্পলিং

কী কী লাগবে

চিংড়ি ২০০ গ্রাম (ছোট করে কাটা), রাইস পেপার ১২-১৪ টি, আদা কুচি ১ চা চামচ, রসুন কুচি ১ চা চামচ, স্প্রিং অনিয়ন ২ টেবিল চামচ (কুচি), সয়াসস ১ টেবিল চামচ, তিলের তেল অথবা Shalimar's Sunflower তেল ১ চা চামচ, লবণ এক চিমটি, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদমতো, জল বা স্টক ২-৩ টেবিল চামচ

কীভাবে বানাবেন

চিংড়ি মাছ, আদা, রসুন, স্প্রিং অনিয়ন, সয়াসস, লবণ ও গোলমরিচ মিশিয়ে ফিলিং তৈরি করুন। রাইস পেপার দ্রুত হালকা গরম জল/স্টক এ ভিজিয়ে নরম করুন। ফিলিং ছোট ছোট করে মাঝখানে রেখে ডাম্পলিং তৈরি করুন। স্টিমার বা ছোট প্যানে ২-৩ মিনিট স্টিম করুন যতক্ষণ ডাম্পলিং সেদ্ধ হয়। চিলি অয়েল ও রসুন পাতা কুচি ছড়িয়ে গরম গরম আপনার পছন্দের ডিপিং সস দিয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হাওয়াইয়ান চিকেন লং রাইস

কী কী লাগবে

চিকেন ব্রেস্ট ২ পিস (সেদ্ধ ও শ্রেডেড), বিন থ্রেড/মাইন শুয়ে নুডলস ১০০ গ্রাম, শিটাকে মাশরুম ৪-৫ টুকরো, চিকেন স্টক ৩ কাপ, আদা কুচি ১ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদমতো, স্প্রিং অনিয়ন ২ টেবিল চামচ (সাজানোর জন্য), চিলি তেল (ঐচ্ছিক)।

কীভাবে বানাবেন

চিকেন ব্রেস্ট নরম ও জুসি হওয়া পর্যন্ত হালকা আঁচে পোচ করুন। ব্রথে আদা ও লবণ দিয়ে ধীরে ধীরে ২০-২৫ মিনিট ফোটান। ব্রথে রিহাইড্রেট শিটাকে মাশরুম দিন। তারপর বিন থ্রেড/মাইন নুডলস যোগ করে ২-৩ মিনিট নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। প্লেটে নুডলস ও ব্রথ ঢেলে শ্রেডেড চিকেন উপরে রাখুন। স্প্রিং অনিয়ন ছড়িয়ে দিন। চিলি তেল ড্রিজল করে ইচ্ছে মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বরিশালের বিস্কি

কী কী লাগবে

নতুন আউশ ধানের চাল ১ কাপ, নতুন গুড় আধ কাপ (স্বাদমতো), নারকেল কুচি আধ কাপ, দারুচিনি ১ টুকরো বা ১ চা চামচ গুঁড়ো, সাদা মরিচ গুঁড়ো বা Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, তেজপাতা ২-৩টি, জল ২ কাপ, কাজু বাদাম ২-৩ টেবিল চামচ, লবণ এক চিমটি।

কীভাবে বানাবেন

জল ও গুড় একসাথে হালকা ফুটে ওঠা পর্যন্ত রান্না করুন। নতুন আউশ ধানের চাল, নারকেল কুচি, দারুচিনি, গোলমরিচ ও তেজপাতা দিয়ে হালকা আঁচে ঢেকে ১৫–২০ মিনিট সিদ্ধ করুন যতক্ষণ চাল নরম হয়ে আসে। ভাজা কাজুবাদাম দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন। ইচ্ছে হলে নারকেল কুচি দিয়ে সাজাতে পারেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

লেমনগ্রাস প্রন স্কিউয়ার

কী কী লাগবে

চিংড়ি ২০০ গ্রাম, ডিমের সাদা অংশ ২ টি, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্ব ২ টেবিল চামচ, লেমনগ্রাস স্টিক ৪-৫টি, রসুন কুচি ১ চা চামচ, আদা কুচি ১ চা চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, সয়াসস ১ টেবিল চামচ, চিলি ফ্লেক্স ¼ চা চামচ, Shalimar's Soyabean তেল ১-২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদমতো।

কীভাবে বানাবেন

চিংড়ি পেস্ট, ডিমের সাদা অংশ, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্ব, রসুন, আদা, লেবুর রস, সয়াসস, চিলি ফ্লেক্স, লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়ো একসাথে মেখে রাখুন ১০-১৫ মিনিট। লেমনগ্রাস স্টিকে চিংড়ি গেঁথে স্কিউয়ার তৈরি করুন। প্যান গরম হলে তেল ব্রাশ করে উচ্চ আঁচে ২-৩ মিনিট প্রতি পাশ সোনালি হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বাহারাত স্পাইসড চিকেন কাবাব

কী কী লাগবে

লেটুস পাতা ১ কাপ (কুচি করা), স্প্রিং অনিয়ন ২ টেবিল চামচ (কুচি), ফেটা চিজ ৪০–৫০ গ্রাম, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Sunflower তেল ১–২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, চিকেন ব্রেস্ট/থাই ২৫০-৩০০ গ্রাম, বাহারাত মিক্স ১ টেবিল চামচ (দারুচিনি, জায়ফল, ধনে ও গোলমরিচ গুঁড়ো), লবণ স্বাদমতো, অলিভ অয়েল ১ টেবিল চামচ, শাতা বা প্যালেস্টাইনিয়ান চিলি পেস্ট বা Shalimar's Chef Spices লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা চামচ, রসুন ১ চা চামচ কুচি, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ।

কীভাবে বানাবেন

চিকেনকে বাহারাত, লবণ, গোলমরিচ গুঁড়ো, অলিভ অয়েল, রসুন, লেবুর রস এবং শাতা দিয়ে ২৪ ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। প্যান বা গ্রিলে উচ্চ আঁচে সোনালি ও টেন্ডার হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। লেটুস, স্প্রিং অনিয়ন, ফেটা চিজ, লেবুর রস ও অলিভ অয়েল মিশিয়ে সালাদ তৈরি করুন। চিকেন কাবাব সালাদের পাশে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com